# বেগম

৯ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা—রবিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
২৫শে নবেম্বর, ১৯৫৬—২১শে রবিউস সানি, ১৩৭৬ হিজরী


## শিক্ষা-সংস্কার

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান সম্প্রতি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনই সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই প্রসংগে তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। তখনকার দিনে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিবর্তে তাদের কেরানী হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখন এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার।"

দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা যে কতদূর ত্রুটিপূর্ণ ও অব্যবস্থামূলক, আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে তা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছি। শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বেকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করার সংগে সংগে আমরা কর্তৃপক্ষ সমীপে এ ব্যাপারে শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের মনোভাব উদ্ধৃত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শও পেশ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎকালীন সরকারী কর্মকর্তাগণ এই পরামর্শের প্রতি কোনরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অল্প-বিস্তর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথাও সরাসরি স্বীকার করতে সাহসী হন নাই। প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের উপরোক্ত বক্তৃতা থেকে বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে অবশ্যি কিছুটা আশা করে চলে।

কিন্তু তাও বাস্তব দৃষ্টিভংগির দ্বারা যথাসত্বর কার্যকরী করা না হলে পূর্বতন সরকারে 'শিক্ষা-প্রীতিরই' পুনরাবৃত্তি ঘটবে। পরাধীন আমলে এ দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে জনাব খান যে মন্তব্য করেছেন, আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে ইংরেজের এই 'কেরানী-গিরী শিক্ষা'-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল। অথচ স্বাধীনতালাভের পর সুদীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যেও আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন সংস্কার বা পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। সরকারের এরূপ নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের ফলেই আজ আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা জীবনের সংগে সংযোগবিহীন কৃত্রিম শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে।

বস্তুতঃ, বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই ত্রুটিবহুল শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। তদুপরি মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করায় ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বৎসর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেও কিরূপ ব্যর্থকাম হচ্ছে, শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সাম্প্রতিক ফলাফল লক্ষ্য করলেই সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা চলে। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, আসবাবপত্র ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে দেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলিও যথেষ্ট সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাদানের নিমিত্ত আজ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। অথচ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত সত্যিকারের জাতীয় প্রগতি আশা করে চলে না। শুধু কারিগরি শিক্ষা নয়, চিকিৎসা, নার্সিং এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও কোন প্রকার সুব্যবস্থা এই নয় বৎসরের মধ্যে আমাদের ভাগ্যে ঘটে ওঠে নাই। তাছাড়া, প্রদেশের একটিমাত্র মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়ার প্রতি এ যাবৎ যথাযথ সরকারী 'নেকনজর' আকৃষ্ট হয় নাই বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

প্রদেশের নারী শিক্ষা-ব্যবস্থা আরো সংকটাপন্ন। একে এই অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার দিকে উৎসাহিত করার কোন প্রকার প্রচেষ্টা সরকার কর্তৃক অবলম্বিত হয় নাই, তার উপর ঢাকা শহর ও মফস্বল এলাকায় এখনো যে কয়টি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী ও স্থানাভাবে তাও প্রায় ধ্বংসের মুখে।

এরূপ অবস্থায় সরকারকে আর কালবিলম্ব না করে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন এবং ধ্বংসোন্মুখ বিদ্যায়তনগুলির রক্ষাকার্যে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় 'কেরানীগিরী শিক্ষার' আওতায় থেকে আমাদের জাতীয়-জীবনের সত্যিকারের বিকাশ লাভ ঘটে উঠবে না।

---

## নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য রোধ করুন

মিসরের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রদেশের এক শ্রেণীর অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী অস্বাভাবিক-রূপে তৎপর হয়ে উঠেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে এদের সমাজ বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ইতিহাস অবশ্যি নূতন নয়, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ কাল থেকে প্রদেশের সাম্প্রতিক বন্যা ও খাদ্য ঘাটতির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে উপরোক্ত শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বহুবার ব্যাহত করেছে।

ব্যবসায়ী সুলভ সততা ও সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ইতিপূর্ব প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুদ রেখে প্রদেশে যে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে তার জের এখনো কাটে নাই। তার উপর সম্প্রতি আবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরও এদের দৃষ্টি পড়েছে। বাজারের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসই বর্তমানে দ্বিগুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। ডাল, তরি-তরকারী, মাছ, প্রভৃতি কাঁচামালের এরূপ অগ্নি মূল্যের সংগে সুয়েজ খালের যুদ্ধের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। প্রকৃত-পক্ষে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীর গভীর ষড়যন্ত্রের ফলেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, লবণের মত এরূপ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও চোরাকারবারী-দের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি থেকে রেহাই পায় নাই। ইতিপূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় যে লবণ চার আনা সের দরে বিক্রি হতো, সম্প্রতি হঠাৎ করে তা দেড় টাকা এবং কোন কোন অঞ্চলে দুই টাকায় উঠে গেছে। অবস্থানুসারে সরকার যদিও লবণকে রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তথাপি গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে যে সকল এলাকায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই, সেখানকার অধিবাসীদের দুই টাকা সের দরেই লবণ ক্রয় করতে হবে। তাছাড়া, সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তানে লবণের মূল্যের সর্বোচ্চ রেকর্ড—১৬৲ টাকা সের দরের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেও দ্বিধা বোধ করবে না।

আমরা দুর্নীতি দমনের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণাকারী বর্তমান প্রাদেশিক সরকারকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই ধরনের ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির স্বাভাবিক মূল্য ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করছি।

---

# চীনা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর কাহিনী

—(বেগম মুসলীমা সালাম (ডলী)

"নাহে ছোকড়া না ; আমরা চীনারা অতটা বর্বর নই। বিচার হবে বৈকি! প্রথমে বিচার তারপর মুণ্ডপাত, বুঝলে—?" কথাগুলো বলতে বলতে দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিয়ে দেন ভদ্রলোক ; টেনে একবার দেখেন পরখ করে তারপর খট্‌খট করে জুতোর শব্দ তুলে চলে যান।

আজ থেকে ষাট বছর আগের কথা। ১৮৯৬ সনের অক্টোবর মাসের এক সোমবারে বেলা ন'টার সময়, লণ্ডন মহানগরীর ৪৯নং পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত 'চায়নীজ লিগেশনের' এক ছোট্ট কামড়ায় এক চীনা যুবককে বন্দী করে রাখবার সময় চায়নীজ লিগেশনের সেক্রেটারী উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন।

যুবক মৃত্যু-ভয়ে ভীত নয়। কারণ সে জানত যে, যে রাজনৈতিক দলের সাথে সে জড়িত, তৎকালীন স্বৈরাচারী চীন সরকার সে দলকে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক আখ্যা দিয়ে অবৈধ ঘোষণা করে দিয়েছে। সে আরো জানত, এ দলের সাথে জড়িত থাকা কালীন ধরা পড়লে মৃত্যু তার অনিবার্য। কিন্তু কোথায় মাতৃভূমি চীন,—আর কোথায় অর্ধ পৃথিবীর এপারে লণ্ডন…! এতদূরে এ ভাবে মরতে হবে এ ধারণা ওর মনে কোনদিন আসে নি।

অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে যুবকটি। সত্যি তার মরতে হবে…? মুক্তির আনন্দ কি সে জীবনে আর পাবে না? না, তাকে বাঁচতে হবে। এখনও যে তার অনেক কাজ বাকী! সাহস ফিরে পায় আবার। কামড়াটার এককোণে দাঁড়িয়ে ছোট একটা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে শ্রান্ত চোখ দু'টি মেলে ধরল ও। কিছুই দেখা যায় না। শুধু ওপরে কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর শীতের আকাশ আর আশেপাশে অসংখ্য দালানের চিলেকোঠা। আর কানে ভেসে আসছে বাইরের অজস্র কোলাহল। প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল, মুক্ত স্বাধীন জীবন প্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন কলরব।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে 'ডাঃ ক্যাণ্টলী' ও মিসেস ক্যাণ্টলীর কথা। হ্যাঁ, এমন ঘনায়মান বিপদের সময় তাঁরাই পারেন শুধু সাহায্য করতে।

এক সময় হংকং মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডাঃ জেমস ক্যাণ্টলী। বন্দী যুবক হংকং মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় ডাঃ ক্যাণ্টলীর সাথে পরিচিত হয়। লণ্ডনে এসে তাঁর সাথে যুবকের আবার দেখা হয় এবং পূর্ব পরিচয় বয়সের প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে আসে। ডাঃ ক্যাণ্টলী তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যুবক প্রায় প্রত্যহই ডাঃ ক্যাণ্টলীর বাড়ীতে তাঁর সাথে রাজনীতি চর্চা করত। তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত দু'জনায়। মিসেস ক্যাণ্টলী বসে বসে উল বুনতেন আর মৃদু মৃদু হাসতেন ওদের কাণ্ড দেখে। ডাঃ ক্যাণ্টলী অবশ্য প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করতেন, তারপর হেসে বলতেন,—দেখহে,—এখান থেকে কিন্তু 'ইম্পিরিয়াল চায়নীজ লিগেশন' বেশী দূরে নয়। তুমি যে রকম উগ্রপন্থী তাতে এ পাড়ায় থাকা তোমার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয় বলেই মনে হচ্ছে। তা' ছাড়া দেশেত সরকারকে চটিয়ে রেখে এসেছ।

—না না! এখানে ভয় কি। যুবক সহাস্যে বলত,—এ তো আর চীন নয়, লণ্ডন, এখানে আমার ভয়টা কি?

—তবুও সাবধানে থাকা ভালো। সাবধানের মার নেই জানতো? ডাঃ ক্যাণ্টলী সতর্ক করে দেন ওকে।

ডাক্তার ক্যাণ্টলীর এই সতর্কবাণী সত্যই যে এমন রূঢ় বাস্তব হয়ে দেখা দেবে সে কথা কে জানত! একদিন, শনিবারের সকাল বেলা ডাঃ ক্যাণ্টলীর বাড়ীর দিকে চলেছে যুবক। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে এক চীনা ভদ্রলোক এসে সহাস্যে সুপ্রভাত জানায় ওকে। জিজ্ঞেস করে,—চীনে কোথায় আপনার বাড়ী?

—ক্যাণ্টনে। স্মিত হেসে যুবকটি বলে,—আপনার?

—আরে! কি সৌভাগ্য! আমারও বাড়ী যে ক্যাণ্টনে! আগন্তুক খুশীর প্রাবল্যে প্রায় জাপটে ধরে ওকে। চলুন ও দিকটায় কিছুদূর ঘুরে আসি, অন্ততঃ ঐ পার্কটা পর্যন্ত…, নাকি খুব ব্যস্ত আছেন মশাই…তাহ'লে বরং থাক। সৌজন্যের খাতিরে যুবকটি প্রবলভাবে বলে ওঠে,—'না না, ব্যস্ত তেমন নই…, তা' চলুন না যাই…।

—হ্যাঁ মশাই। দেশের ভাই 'শুকুর মহম্মদ' এমন আর কোথায় পাবেন বলুন! নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে লোকটি হো হো করে, তারপর নবলব্ধ দেশোয়ালী ভাইকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চলে। ক্যাণ্টনী ভাষায় কথাবার্তা বলতে বলতে দু'জনে অগ্রসর হতে থাকে। কিছুদূর যেতেই দেখা গেল আরো দু'জন চীনা ওদিক থেকে আসছে। ওরা দু'জন খুব কাছে এগিয়ে আসতেই প্রথমোক্ত চীনা ভদ্রলোকটির মুখোস খুলে গেল হঠাৎ ; ভদ্রতার মুখোস। ওরা তিনজনে মিলে আচম্বিতে ওকে চ্যাংদোলা করে পাশের একটা দোতালা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে হাজির করল। এত ক্ষিপ্রতার সাথে কাজটা সমাধা করল যে, এতটুকু বাধা দেবার অবকাশ পেল না যুবকটি। আর এত বিস্মিত হয়ে পড়েছিল সে যে, একটা চীৎকার পর্যন্ত করবার কথা ওর মনে হয় নি।

ওরা তিনজনে যুবককে চ্যাংদোলা করে একেবারে দো'তালায় নিয়ে হাজির করল। তারপর প্রথমোক্ত চীনা ভদ্রলোকটি সগর্বে বললেন,—হুঁ হুঁ, বহু দিন থেকে তোমার পেছনে ঘুরছি চাঁদ, বুঝলে? এবার বাপধন…?

যুবকটির আর কোন সন্দেহ রইল না যে, সে এখন চায়নীজ লিগেশনের একজন বন্দী। বিমর্ষভাবে ছোট্ট কুঠুরিটার মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ভাবতে লাগল…,এখন কি করা যায়।

একটু পরেই বন্ধ দরজাটা আবার খুলে গেল। ভেতরে এলেন সাদা ধবধবে পাকা চুলওয়ালা এক ইংরেজ ভদ্রলোক। বললেন,—আমি হ'লাম তোমাদের চীন সরকারের এখানকার সরকারী উকীল। আর তুমি, বুঝলে বন্ধু, তুমি এখন চীন সরকারের আদেশে এখানে বন্দী। হুঁ…তা…তোমার নামটি যেন কি…?"

যুবক তার নাম বললো! উকিল সাহেব গোঁফের তলায় তেরছাভাবে একটু হাসলেন তারপর বললেন,—আমরা ভালো করেই জানি হে, বুঝলে? এখন আর নাম ভাঁড়িয়ে লাভ কি? তোমার নাম শূন ওয়েন, তাই, না? মিঃ শূন ওয়েন তুমি চীন সরকারকে উৎখাত করবার জন্য কি যেন একটা বিপ্লবী দল গঠন করেছিলে ওখানে? সরকারের বিরুদ্ধে লোকজন ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের দিয়ে নানান রকম ধ্বংসাত্মক কাজ কর্ম করিয়েছ। তুমি খুব সাংঘাতিক লোক, বুঝলে—? তুমি হ'লে ওখানকার এক নম্বরের সন্ত্রাসবাদী। চীনে তোমার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, আর তোমার মুণ্ডের জন্য বেশ মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে…জান? এখন বুঝলে ত আমাদের উদ্দেশ্য? আচ্ছা আমি তা হলে এবার আসি, কেমন…? উকীল সাহেব সদন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে একজন চীনা ভদ্রলোক যুবকের সংগে দেখা করতে এল। তাকে দেখেই ও চিনতে পারল,—ক্যাণ্টনীজ বলে পরিচয় দিয়ে গতকাল প্রথম যে লোকটি তার সাথে আলাপ করতে এসেছিল এ হোল সেই। লোকটি ঘরে ঢুকেই বিদ্রূপ করে বললো, কি বন্ধু! রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়েছে ত?…হুঁ…তা' দেখ আমার নাম হল —"ট্যাং"। আমি হলাম চীনা লিগেশনের একজন সেক্রেটারী। সব দায়িত্ব আমার, সব ঝামেলা আমারই মাথায়। তোমাকে চীনে পাঠাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে তবে এই ফিরছি। ঝকমারী কি কম? জাহাজ অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে 'গ্লেন-লাইনের' একটা ছোট জাহাজ পাওয়া গেল। এক হপ্তার মধ্যেই জাহাজটা তোমাকে নিয়ে ক্যাণ্টন রওনা হবে। ট্যাং নির্লিপ্তভাবে বলে যায়,—এখান থেকে তোমাকে জাহাজে পাঠাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ; আর জাহাজে ত তোমাকে ক্যাবিনের মধ্যে বেঁধেই রাখা হবে, সুতরাং পালাবার কথা মনেও ভেবো না। ক্রুর একটা হাসি ফুটে ওঠে ভদ্রলোকের গোঁফের তলায়,—তারপর ক্যাণ্টনে গেলেই তোমার মুণ্ডটি ধড় থেকে বেমালুম সরিয়ে নেয়া হবে।"

—বিনা বিচারেই বোধ হয়? শুষ্কভাবে যুবক জিজ্ঞেস করে।

—আরে না না! আমরা চীনারা অতটা বর্বর নই। বিচার হবে বৈকি! প্রথমে বিচার, তারপর মুণ্ডপাত, বুঝলে—? বেশ বোঝা গেল যে, বিচারটা হবে লোক-

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেখানো, নামমাত্র বিচার। আসলে তার শাস্তির ব্যবস্থা স্থির হয়ে রয়েছে অনেক আগে থেকেই।

হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে যুবকটি। শরীর আর মনে অদ্ভুত একটা অবসন্ন ভাব বোধ করে। কোন দিনই কি আর এদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না সে?

পকেট হাতড়ে যুবক একটা পেনসিল আর এক টুকরা কাগজ পেল। সেই কাগজে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সংক্ষেপে লিখে, জানালা দিয়ে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিল। আশা—যদি কোন পথচারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ওদিকে ; যদি মেলে মুক্তির কোন সন্ধান। কিন্তু আর কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার আগেই, লিগেশনের প্রহরীদের চোখে পড়ে গেল চিঠিটা। আর তার ফল পেল সে একটু পরেই। মিস্ত্রীরা এসে কাঠ আর পেরেক দিয়ে জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিল। সব আশা বুঝি গেল। জানালা দিয়ে যে একটুকরো ঘোলাটে আকাশ দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হল।

না—আরো একটি ক্ষীণ আশা … ডওয়ার্ড কোল নামে যে ইংরেজ ছোকড়া চাকরটা দুবেলা এসে ওর ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, ওকে অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে কোল যখন ওর ঘর পরিষ্কার করতে এল, যুবক আস্তে আস্তে তাকে বলল,—দেখ ভাই! আমি তোমাদের দেশে একজন মোহাজের। চীন দেশে আমার বাড়ী। সেখানে আমি এমন একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য, যে দলকে সরকার অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কারণ কি জান? কারণ, আমরাও তোমাদের দেশের মত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা সেখানকার স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম—,এই হল আমাদের অপরাধ। আর সেই দোষে ওদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছি, আর তাই আজ তোমার লণ্ডনে এসেও আমার নিস্তার নেই। এরা আমাকে বন্দী করেছে। এখান থেকে এরা আম'কে চীনে পাঠিয়ে দেবে আর সেখানে হবে আমার মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আমি মুক্তি পেতে পারি, আমি বাঁচতে পারি, তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য কর! তুমি যদি দয়া করে আমার একটা চিঠি নিয়ে আমার এক বন্ধুকে দাও…।

নির্বিকারভাবে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ছোকড়াটি চলে গেল। একটা কথা পর্যন্ত বললো না ওর সাথে। কিন্তু বিকালে আবার যখন 'কোল' যুবকটির জন্য খাবার নিয়ে এল, তখন মৃদু স্বরে, ফিসফিস করে বলল,—তুমি কাকে চিঠি দেবে বলছিলে না? দাও—শিগগীর! তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে একটি পেন্সিল বের করল যুবকটি, আর এক পকেট হাতড়ে বের করল একটি পুরোণো ভিজিটিং কার্ড। তারই উলটো পিঠে সব কথা লিখে জানালো সে তার বন্ধু ডাঃ ক্যাণ্টলীকে—!

চিঠিখানা পেয়ে ডাঃ ক্যাণ্টলীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু বসে থাকবার সময়ও আর নেই! যা' করবার, চটপট করে ফেলতে হবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ দেয়াই সবচাইতে যুক্তি-যুক্ত মনে করলেন ডাঃ ক্যাণ্টলী। দিনে দুপুরে লণ্ডন শহরের বুকের ওপর এমন একটা "কিড্‌ন্যাপিং" কাণ্ড হয়ে গেল—? আশ্চর্য ব্যাপার! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা বিশ্বাসই করতে চান না কথাটা।

ডাঃ ক্যাণ্টলী প্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠিতে যুবক লিখেছে, আগামী মংগলবারেই তাকে নিয়ে জাহাজটি চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। আজ রবিবার। মধ্যে আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময় রয়েছে হাতে। এর মধ্যেই সব ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে—। হ্যাঁ, যেমন করেই হোক করতেই হবে, যে কোন মূল্যে।

তক্ষুণি তিনি ছুটলেন 'ফরিন অফিসে'। রবিবার—, ছুটির দিন। একজন মাত্র কেরানী ছিলেন ডিউটিতে। সব কথা শুনে, দুঃখের সাথে তিনি জানালেন—, আজ রবিবার, সুতরাং আজকে আর কিছু করবার উপায় নেই। কাল সকালেই সব কথা তিনি ওপরওয়ালাদের জানাবেন। তা' ছাড়া ব্যাপারটা ত' আর ঘরোয়া নয়। দু'টি বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এর

(১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



## গল্প

### তবু কত দূরে ● হামিদা মাহমুদ

"তাপস নামটা কিন্তু ভারী সুন্দর।" আপন মনেই যেন বলল স্বপ্না।…"তাই নাকি?" কাজল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাব দিল। স্বপ্না চেয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। এবার ফিরে তাকাল…।

"দেখ তোমার ওই মিট্‌মিটে হাসি দেখলে সত্যি বলছি আমার গা জ্বলে যায়।"……

…বিগত মহাসমরের সময়কার পরিত্যক্ত এই বাংলোটিকে ওরা কিছুটা সংস্কার করে নিয়েছিল। জেলা বোর্ডের বড় ডাক বাংলোটি সাগর-পার থেকে আধ মাইল খানিক ভেতরে বলে ওরা সারাদিনটা এখানেই কাটিয়ে দেয়। গোটা বিশেক আস্ত সুন্দর-কাঠের খুঁটীর ওপর বাংলোটি।

আজ ভরা পূর্ণিমা। ওদের বাংলোটার নিচে অবধি জল এসে পৌঁছে গেছে। আর হাত খানিক বাড়লেই ডুবে যেত পাটাতন।…

সন্ধ্যা হয়ে আসছে…। পুরোণো ভৃত্য রামচরণ অনেকক্ষণ থেকে হাঁকা হাঁকি করছে। কিন্তু আজ ওদের খাবার গরজ নেই, আপন মনে কতক্ষণ গজগজ করে রামচরণ শেষে ফিরে গেছে ডাক বাংলোয়।…

…বিরাট রাঙা থালাটা ডুবছে অতল সাগরের জলে। তার শেষ ছটায় স্বপ্নার সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল…। স্বপ্নের মতই সুন্দর। "সত্যি কিন্তু জ্বলে যাচ্ছে।" কাজল সে ভাবেই উত্তর দিল। স্বপ্না ভ্রূ কুঁচকে ওর পানে তাকিয়ে বুঝতে চাইল যেন।

"ঐ যে…।" আঙ্গুল তুলে স্বপ্নার রক্তিম মুখখানি দেখিয়ে দিল। আবার যে কি বলতে যাচ্ছিল স্বপ্না, বাধা দিল রামচরণ এসে। টিফিন ক্যারিয়ারটি ওদের সুমুখে টিপয়ের ওপর রেখে বলল —"রাতে এখানে থাকবে তা আগে জানালে আর এ তো হাঁটাহাঁটি করতে হত না জংলা পথে।…সর্দারও রইল ওপরের ডেরায়, দরকার হলে ডেকো। আমি চললুম ডাক বাংলোয়। তাপস বাবু একা,—মালপত্তর ; চোর-ডাকাতের আবার যা ভয় এ মগের মুল্লুকে। গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের কি, যত রাজ্যের ভাবনা এ বুড়ো রামচরণের।

বৃদ্ধ রামুর রাগ দেখে স্বপ্না হেসে ফেলল। "দিদিমণিরও কি এ বন-জংগলের মধ্যে একা থাকতে একটুও ভয় করে না? …ধন্যি বাবা…।

"একলা আর কোথায় থাকতে দিলে দাদু—এই যে…!" বলল স্বপ্না।

…বরিশালের দক্ষিণে সাগর-পারের ছোট্ট গাঁ কুঁয়াকাটা। একবার বম-কেসে পরে কাজল আর তার বন্ধু তাপস কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে মগ অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে দু'টি বছর গা ঢাকা দিয়ে ছিল।…তারপর একযুগ পরে এই এল।

…পরদিনও তেমনি বড় চাঁদ উঠছে ধীরে ধীরে। কাজল ক্যাম্পখাটটি পেতে শুয়ে আছে একা…। ডাক বাংলো থেকে কি সব দরকারী জিনিসপত্র আনতে সেই যে তাপসের সাথে … গেছে —এখনও দেখা নেই স্বপ্নার! জংগলে-ঢাকা পথঘাটে সূর্যের আলো পড়বারই যো নেই…কি করে আসবে?

…দূর থেকেই স্বপ্নার কান দু'টি বন্য হরিণীর মত হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল…। বেলাভূমিতে এসে তাপস একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল। উত্তাল ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো তখন ওকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। অতীত দিনগুলির সাথে হয়তো মিলিয়ে দেখছিল আজকের এ সুন্দর পৃথিবীকে…।

বাংলোর কাছাকাছি এসে তাপস হঠাৎ থমকে দাঁড়াল!…স্বপ্না দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চুপটি করে কাজলের পার্শ্বে এসে বসল…। স্বপ্না রাগ ভুলে গেছে কখন…। কতদিন পরে তেমনি চোখমুদে গাইছে কাজল…। বন্দীবিহংগ আজ যেন মুক্তির আনন্দে দিশাহারা। সুরের আবেশে স্বপ্নার চোখ মুদে আসছিল। অনেক দিনের অনভ্যাসের দরুন একবার চড়ার দিকে উঠে হঠাৎ কেশে ফেলল কাজল! শুকিয়ে যাওয়া গলার সে কাশি সহসা থামিয়ে আনতেও পারছিল না।

(১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# কবিতা

## ওরা—এরা

আনোয়ারা খাতুন

ওদের চোখে রঙিন স্বপ্ন ভাসে,
কল্পনায় সুখের জাল বুনে চলে ;
ওদের অনেক আছে।
কখনও ভাবে না দারিদ্র্যের কথা,
তবু ওদের নেই শান্তি, নেই সুখ।
কোথায় যেন জেগে রয় একটা করুণ সুর।

আর এরা ?
এরা কেঁদে বেড়ায়।
অনাহারী দেহ নিয়ে
এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়,
ছুমুঠো অন্নের সংস্থানে।

ওদের এদের মাঝে
অনেক ব্যবধান, অনেক ফাঁক
মাঝখানে বিশাল প্রাচীর
অথচ ওরা এরা
সকলে এই পৃথিবীর মানুষ
যেতে হবে এক সাথে এক স্থানে।

---

## মিসর

মাহ্মুদা খাতুন সিদ্দিকা

কামানের গর্জনে আজ মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে
মিসরের সুনীল আকাশ।
তীব্র শিখা, অগ্নি দহে, পুড়ে যায় শ্যামশোভা,—
ধূমাচ্ছন্ন স্তব্ধ বাতাস।

মহা আশঙ্কায় যপে বিদগ্ধ প্রহর !
শান্তির নীরব রাত্রি ভঙ্গ করে আর্তস্বর।
মানুষের পায়ে চলা পথে রক্তস্রোত বয়ে যায় ;
ঘরে ঘরে প্রমাদ ঘনায়।

বিদীর্ণ পাষাণ খণ্ডের প্রচণ্ড গর্জনে
দিকে দিকে উঠিয়াছে ভয়ার্ত ক্রন্দন রোল
কোথা রহমান ?
মাতার বক্ষে জাপটিয়া ধরে,
অবুঝ শিশু ক্ষুধাতুর।

ক্ষত দেহ, যন্ত্রণা-কাতর, রুধিরাক্ত মানুষের শব ;
নগরীর বুকে আনে শকুনীর মহোৎসব।
মানুষের মানবতা পিষ্ট হল পদতলে
এ ধ্বংস, এ অবিচার থামিবে না কি অশ্রুজলে ?

মানুষের এই পৃথিবীর বুকে।
উছলিছে যে মিনতি, যে বেদনা
তারি পানে চাহি সে কি হাত গুটাবে না ?
সঙ্কুচিত হবে নাকি লোভাতুর মন ?
সুন্দর সে পৃথিবীরে বজ্রহস্তে করিবে হনন ?
দুদিনের অতিথি সে, এ 'কথা কি স্মরণ হবে না ?
তাহারে কি দহিবে না বিধাতা প্রদত্ত
হতাশ্বাস ?

---

## নদীমন

বেগম আজাজা এন, মোহাম্মদ

প্রাত্যহিক জীবনে :
দাম্পত্য সুখ শান্তি আসে ফিরে যায়।
অবচেতন মন.....অব্যক্ত বেদনা—
বিদীর্ণ করে গানের ঢেউ
নক্ষত্র হৃদয়ের দ্যুতি !

...রে পড়ে—
ঠাণ্ডা রাতের কান্না,
অশ্রু-সজল আঁখি।
গোধূলির ধূসর আলোতে :
খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে গরুর পাল
ফিরছে ঘরমুখো।
ধুলো নয় বালি,
নদীর চরের বালি...অসংখ্য, অজস্র,
নদীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে
একটার পর একটা, বিরামহীন, বিশ্রামহীন।

এমনি আমার মনেঃ তোমার কথা......
আজকের ক্লান্ত গোধূলি বেলায়।
মানে না মেঘের কান্না
নদীমন আজ প্রবহমান,
এ মুহূর্ত অপ্রত্যাশিত, একে আশা করিনি,
ভুল্‌ব না এর স্মৃতি।

অপলক মুখ তুলে
স্বপ্নময় চোখ,
মৃদু নীল হাসি আর সবুজ যৌবন নিয়ে
তোমার প্রিয়তম চাঁদ দাঁড়িয়ে
শ্বেত পাথরে নিখুঁত কারুকার্য।
নদী মন তুমি আজ কোথায় ?

---

# বিজ্ঞান

## পাকিস্তানে বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুত

করাচীতে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারের ব্যুরো অব্ ল্যাবরেটরীজ ক্রমবর্ধিত পরিমাণে মারাত্মক রোগ প্রতিষেধক ও নিরাময়কারী টীকা প্রস্তুত করছে। নতুন জাতি হিসেবে পাকিস্তান প্রথম যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে, ব্যুরো অব্ ল্যাবরেটরীজ তার অন্যতম। জাতির স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

ল্যাবরেটরী প্রথম টি, এ, বি অর্থাৎ টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ল্যাবরেটরী স্থাপনের তিনমাসের মধ্যেই এই টীকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এর অব্যবহিত পরেই ল্যাবরেটরী ... টীকা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে, কারণ পাকিস্তানকে সে সময় বিপুল পরিমাণ কলেরার টীকা আমদানী করতে হত। তারপর ক্রমে ক্রমে রাচি, প্লেগ, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টীকা এবং বিষক্রিয়া প্রতিরোধের ইনজেককৃসন প্রস্তুত করা হয়। টীকা ছাড়াও ল্যাবরেটরী রক্তের শ্রেণীভেদ করবার একটি বিভাগ স্থাপন করে।

ল্যাবরেটরী স্থাপনের কিছুকাল পরেই পাকিস্তানের রেলওয়ে বিভাগ ও সৈন্যবাহিনীর জরুরী অনুরোধে বিষক্রিয়া প্রতিরোধের ইনজেকৃসন প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়। অত্যধিক সংখ্যায় সর্পদংশন ঘটতে থাকায় উক্ত বিভাগ দুটি এই জরুরী অনুরোধ জানায় এবং ল্যাবরেটরী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ইনজেকৃসন প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। এই ইনজেক্সন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় গোখরা সর্প ও অন্যান্য বিষধর সর্প প্রথম পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে ...নাবা... সর্প স্বল্প ব্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ... হচ্ছে।

ব্যুরো অব্ ল্যাবরেটরীজ সাপগুলিকে বিশেষ খাঁচায় রাখে এবং বিশেষ অভিজ্ঞ সাপুড়েরা এই সব সাপ নাড়াচাড়া করে।

এই সাপগুলি হতে এমন ভাবে বিষ সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখা হয় যে, এতে বিষের ক্ষমতা নষ্ট হয় না। এই বিষ অতি অল্প পরিমাণ থেকে শুরু করে ... পরিমাণ ... কাল ব্যাপী ঘোড়ার উপর প্রয়োগ করা হয়। বিষ-প্রযুক্ত ঘোড়াগুলির রক্ত পরীক্ষা করে সেই রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিচার করা হয়। রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা সন্তোষজনক হলে তা থেকে টীকা প্রস্তুত করা হয়। এই টীকা যে কোন রকম সাপের বিষের ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে।

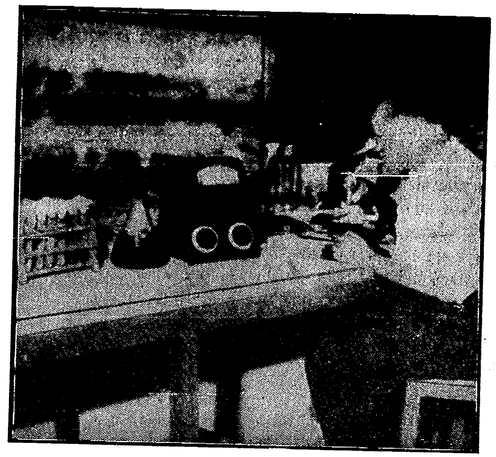

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল ও কলম্বো পরিকল্পনার তরফ হতে অতি শীগ্গিরই আরও যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরীতে এসে পৌঁছবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারও ল্যাবরোটারীটিকে কতকগুলি যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

ল্যাবরেটরী বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন টীকা ও ইনজেক্শন প্রস্তুত করছে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে এ সব রফতানী করবার মত অবস্থায় পৌঁচেছে। ব্যুরো অব্ ল্যাবরেটরীজ পরিপূর্ণভাবে গঠিত হলে শুধুমাত্র পাকিস্তানই উপকৃত হবে না, বরং সমগ্র এশিয়াবাসী উপকৃত হবে।



বিষক্রিয়া প্রতিরোধকারী ইনজেক্শন প্রস্তুত করার জন্য ঘোড়ার উপর অল্প অল্প করে গোখুরা সাপের বিষ প্রয়োগ করা হয়। ক্রমাগত বিষ প্রয়োগ করার ফলে ঘোড়ার এরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় যে, ঘোড়ার উপর কোন বিষক্রিয়া হয় না। ঘোড়ার রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেলে এই রক্ত হতে সাপের বিষ প্রতিরোধ করার টীকা প্রস্তুত করা হয়।



অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ প্রতিষেধক ল্যাব্যারেটরীতে টীকা ও ইনজেক্শন পরীক্ষা করাহচ্ছে।

---

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গর্জন তেল সম্পর্কে গবেষণা

... গ্রীসের গবেষণাগারে তারপিন তেলের বিকল্প হিসাবে গর্জন কাঠ থেকে নিষ্কাশিত তেলে ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

পূর্ব পাকিস্তান বন বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

---

## উজবেকিস্তানে আণবিক শহর নির্মাণ

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা কার্য সম্প্রসারণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ উজবেক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে দুইটি আণবিক শহর নির্মাণ করেছেন বলে সম্প্রতি মস্কোর এক সংবাদে জানা গেছে। উজবেকিস্তানের ট্রয়টস্কো এবং পারভোময়েস্কোকে বর্তমানে আণবিক শহরে পরিণত করা হয়েছে। এই শহর দুইটি উজবেকের রাজধানী তাসখন্দ থেকে বেশী দূরে নয়।

উজবেক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরভাগের এই আণবিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর থাকবেন অধ্যাপক উবাই এ, আরিকর্ভ।

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## চীনা গণতন্ত্রের ইতিহাস

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

সাথে কূটনৈতিক, আন্তর্জাতিক, বৈদেশিক নানা সূক্ষ্ম সমস্যা জড়িত। সুতরাং......। সুতরাং ডাঃ, ক্যান্টলী চললেন প্রাইভেট গোয়েন্দাদের অফিসে। কিন্তু নাঃ! চীনা যুবকটিকে বোধ হয় বাঁচাতে পারলেন না তিনি। রবিবারে তাদের অফিসও বন্ধ। নিরুপায় ডাঃ ক্যাণ্টলী এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতায় হাত কামড়াতে লাগলেন। পরদিন সকালে উঠেই ডাঃ ক্যাণ্টলী ছুটলেন 'ফরিন অফিসে'। তার আগে কয়েকজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে এলেন 'চায়নিজ লিগেশনের' চারধারে, আর জাহাজ ঘাটিতে, দিনরাত নজর রাখবার জন্যে।

'ফরিন অফিসের' বড়কর্তা সব শুনে, তক্ষুণি ফোনে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের বড় কর্তাকে ডেকে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন এবং জরুরী নির্দেশ দিলেন—এক্ষুণি খবর নেওয়া হোক 'চায়নীজ লিগেশন' থেকে কোন কোম্পানীর জাহাজ ভাড়া দেয়ার চুক্তি হয়েছে কি-না। 'ফরিন অফিসের' নির্দেশে দ্রুত [illegible] বিভাগ। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর এলো, 'চায়নীজ লিগেশন' থেকে 'গ্লেন কোম্পানীর' একটা জাহাজ 'চাটার্ড' করা হয়েছে এবং মঙ্গলবারে সকালে সেখানা চীন রওনা হবে।

১৮৯৬ সালের ২২শে অক্টোবর—, ডাঃ ক্যাণ্টলী চীন যুবকেরই পক্ষে "ওল্ড্ বেইলী" কোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু জজ সাহেব সে আবেদন মঞ্জুর করলেন না।

কিন্তু লণ্ডনের 'প্রেস'—বড় সহজ নয়। সংবাদপত্রের মতবাদকে ভয় করেন না, হেন ব্যক্তি ইংলণ্ডে নাই। এই হেবিয়াস কর্পাস আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ায়, সেদিনকার সান্ধ্য পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা এমন কড়া মন্তব্য করলেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাথা ঘুরে গেল। কোন সান্ধ্য পত্রিকায় বড় বড় হরফে ছাপা হল—"ইংলণ্ড হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা উঠিয়া গিয়াছে—" কোন কোন কাগজওয়ালারা "স্বৈরাচারী জজ সাহেবের অপসারণ" দাবী করলেন। আর আন্তর্জাতিক রীতি ও সৌজন্য ভঙ্গ করার অপরাধে চীনা লিগেশনের বিরুদ্ধেও কঠোর সম্পাদকীয় সমালোচনা বের হল ২৩শে অক্টোবরের কাগজে।

"লর্ড স্যালিসবারী" ছিলেন তখন 'ফরিন সেক্রেটারী'। ২৩শে অক্টোবর ব্যাপারটা তাঁর কানে এলো। খবরের কাগজেও সব বিবরণ পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চায়নীজ লিগেশনের সেক্রেটারীর কাছে এক কড়া প্রতিবাদ লিপি পাঠালেন 'লর্ড স্যালিসবারী'। দাবী জানালেন, লণ্ডনে আশ্রয়প্রার্থী যে চীনা যুবকটিকে বন্দী করা হয়েছে, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক।

লর্ড স্যালিসবারীর এই চিঠি পাওয়ার দু' ঘণ্টা পর—, ১৮৯৬ সালের ২৩শে অক্টোবর, যে সময় খাঁচায় পুরে চীনে চালান দেবার কথা, ঠিক সেই সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেল বন্দী যুবকটি।

অভিভূত হয়ে বন্দীশালার বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল, বিশাল জনতা তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আর তাকে দেখেই তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল সেই জনতা। ভিড়ের মধ্যে মিঃ ক্যাণ্টলী। যুবক কৃতজ্ঞচিত্তে সবাইকে ধন্যবাদ জানালো, তারপর [illegible] গেল ডাঃ ক্যাণ্টলীর বাড়ীতে।

কে এই যুবক? কি তার পরিচয়? পরদিন সকাল বেলা নাম জানা গেল। তার মুক্তির জন্যে লণ্ডনের সমস্ত সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ও অকুণ্ঠ মতবাদকে মোবারকবাদ জানিয়ে যুবক একটা চিঠি পাঠিয়েছিল লণ্ডনের কোন দৈনিক পত্রিকায়। নীচে নাম সই করেছিল

—'সান্ইয়াৎ সেন'

যে নাম আজ চীন দেশে অমর হয়ে রয়েছে; যে নামের কথা স্মরণ করে মহাচীনের কোটি কোটি নর-নারী শ্রদ্ধাবনত হয়।

---

## পথ-শ্রান্ত

( ৮ম পৃষ্ঠার পর )

পারে সে কথাও তো মতীন ভাবতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে তো তাও সম্ভব হ'ল। না জানি কত দুঃখ আছে ডলির তকদীরে। কেনই বা মেয়েটী হঠাৎ এ পাগলামী করলো। মায়া হয় মতীনের ডলির কথা ভেবে। কিন্তু সেই বা কি করতে পারে?

( ক্রমশঃ )

## তবু কত দূরে

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

...বুকের পাঁজরে হাতুড়ির ঘা খেয়ে যেন কেঁপে উঠল স্বপ্না। "না—না—কাজল... ।" হারমোনিয়মের অনেকগুলি রীড একসাথে চেপে ধরে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলল...।

স্বপ্নাই গাইত...ও শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনত। আজ হঠাৎ কেন যেন কাজলের বড্ড গাইতে ইচ্ছা করছিল—ভাবেনি ও শুনে ফেলবে...।

"আমার স্বপ্ন তুমি এমনি করে ভেঙ্গে দিও না গো..."। স্বপ্না তখন ওর কোলে মাথা রেখে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। কাজলেরও চোখে জল এসে গেছে। বহুদিন এতো কাছে ওকে পায়নি...। একটা প্রচণ্ড বাধা যেন ওদের মাঝে পাঁচিল তুলে রেখেছে।

"একটা মিছে কল্পনাকে মনে ঠাঁই দিয়ে কেন নিজেকে এত অসুখী করছো স্বপ্না?" কাজলের এতদিনের রুদ্ধ অভিমান আজ ঝরে পড়ল। "আমি না হয় অবুঝ; কিন্তু তাপস, ডাক্তার? তাদের কথারও কি কোন [illegible] নেই? স্বপ্না জবাব দিল না—[illegible] [illegible] ভরা দৃষ্টিতে চাইল...।

...খেপুপাড়া ওখান থেকে [illegible]। মাঝে মাঝে নৌকায় কাজলকে [illegible] দত্ত বাড়ীতে। এ জেলার বা বাইরের দু' একজন যারা এখানে আত্মগোপন করে ছিল—সবাই মিলত সেখানে...।

...স্বপ্নাকে আজ আরো সুন্দর লাগছে...।

কাজলের ব্যগ্র বাহু দুটির মাঝ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে আজ আর ওর প্রাণ চাইছিল না....।

চাঁদ চলে পড়েছে পশ্চিমে অনেকখানি। স্বপ্নার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। উঠে বসল। কাজল ঘুমুচ্ছে, ও পার্শ্বের রুমে [illegible]পসও হয়তো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। ঢেউ এসে বারে বারে আছড়ে পড়ছে নিচে। সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। কেমন যেন ভয় লাগল স্বপ্নার। জানালার ফাঁক দিয়ে কতটুকু জোৎস্না এসে পড়ছে কাজলের চিবুকে, বুকে। ওর তৃপ্তি ভরা নিদ্রিত মুখের পানে চেয়েছিল স্বপ্না...।

...ওর এ মুখখানি যেন নতুন লাগল স্বপ্নার চোখে। দু বছর আগে এমনি ভাবে ওকে প্রথম যেদিন একবার দেখেছিল...অশ্রুজলে তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল...। জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেল...দুরারোগ্য ব্যাধিতে ফ্যাকাসে ছিল সে মুখ। শীর্ণ দেহে তাপসের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল জেল ফটকের বাইরে...।

...তারপর...দু'টি বছর। এত কাছে...ওর তপ্ত শ্বাস এসে লাগছে স্বপ্নার চোখে মুখে। কিন্তু এত কাছে থেকেও স্বপ্নার মনে হচ্ছে,...কাজল আজ বহু দূরে।

---

## বিজ্ঞান

( ৯ম পৃষ্ঠার পর )

আণবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে ইহাতে একটি শক্তিশালী রি-এ্যাক্টর পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হবে। কারখানাটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন এশিয়া ও প্রাচ্যের বন্ধুদেশসমূহকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

---

[illegible] সাহারা মরু [illegible]

## তেলক্ষেত্র আবিষ্কার

আলজিয়ার্সের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের একটি স্থানে বিরাট তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানটি আলজিয়ার্স থেকে প্রায় পাঁচ শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই তেলক্ষেত্রের ভূগর্ভে প্রায় এক লক্ষ কোটি টন তেল মজুদ রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তেল ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল এবং প্রস্থেও প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত।

---

## মহিলা

( ৭ পৃষ্ঠার পর )

### মিস ক্যাটোর দিল্লী সফর

ওয়ার্ল্ড ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-এর প্রেসিডেণ্ট মাননীয়া মিস ইসাবেলা ক্যাটো ভারতে এক স্বল্পকালীন সফরের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন। এখানে তিনি ভারতীয় ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-র উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে যোগদান করবেন। মাননীয়া মিস ক্যাটো বিখ্যাত ব্যবসায়ী লর্ড ক্যাটোর প্রথমা কন্যা।

# মহিলা-জগৎ

## পাকিস্তানী মহিলা শিক্ষাবিদের যুক্তরাষ্ট্র সফর

লাহোর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ সম্প্রতি দুই মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন বলে এক সংবাদে জানা গেছে। সফরের প্রথম দিকে তিনি ডেনভারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমিলি গ্রিফিথ অপরচুনিটি স্কুল পরিদর্শন করেন। এই স্কুলটি স্থানীয় কর প্রভৃতির সাহায্যে চালানো হয়।

মিস আনোয়ার আলী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন বলে মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ছাড়াও মিস আনোয়ার আলী মার্কিন মহিলা সমাজ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, মার্কিন মহিলাগণ "সমাজ-চেতনা সম্পন্ন" এবং তাঁরা সমাজের জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীলা।

সানফ্রান্সিসকোতে অবস্থানকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রিপাব্লিকান দলের জাতীয় কনভেনশন দেখার সুযোগ লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর কর্তৃক আয়োজিত ব্যক্তি বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন।

---

## পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত পদে শাহজাদা আবিদা সুলতান

শাহজাদা আবিদা সুলতানকে ব্রাজিলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়েছে বলে সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে।

শাহজাদী আবিদা সুলতান ভুপালের (ভারত) নওয়াবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৯১৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই ভুপাল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত হন।

শাহজাদী ১৯৩৫ ভুপাল সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী এবং ইহার কিছু পরে সেনাবাহিনীর কর্ণেল ও ভুপাল রাজ্যের একটি ব্যাটালিয়নের কর্ণেল-ইন-চীফ পদে নিযুক্ত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৫৪ সালে শাহজাদী আবিদা সুলতানা পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসাবে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করেন।

লাহোর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ (বামদিকে) ডেনভার এমিলী গ্রিফিথ অপরচুনিটী স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষা জন হেরসী সমভিব্যাহারে স্কুলের বহির্ভাগ পরিদর্শন করছেন।

১৯৫৬ সালের 'মিস ইণ্ডিয়ান-এ্যামেরিকা'। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অল এ্যামেরিকান-ইণ্ডিয়ান দিবসে ব্রিগহাম সিটির ২০ বৎসর বয়স্কা প'নী উপজাতীয় তরুণী মিস সান্দ্রা গোভার উপরোক্ত উপাধিলাভ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার ৪৭টি ইণ্ডিয়ান গোত্রের ৯১ জন তরুণীর মধ্যে মিস সান্দ্রা গোভারকেই 'মিস ইণ্ডিয়ান-এ্যামেরিকা' উপাধি দান করা হয়।

## রুশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে মহিলাদের যোগদান

মস্কোতে অবস্থিত মিসরীয় দূতাবাস থেকে সম্প্রতি মিসরের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যে সকল রুশ স্বেচ্ছাসেবকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে বহু সংখ্যক মহিলাও রয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সকল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মিসরীয় দূতাবাস থেকে রুশ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের এখন পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেব করে বলা হয় নাই, তবে অনুমান করা হয়েছে যে, এই দলে কয়েক সহস্র মহিলা রয়েছেন।

---

## খুলনায় মহিলাদের উদ্যোগে লংগরখানা

খুলনায় সম্প্রতি মহিলাদের উদ্যোগে একটি লংগরখানা খোলা হয়েছে বলে জানা গেছে। নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির খুলনা শাখা এই লংগরখানা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। লংগরখানায় শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যহই যথেষ্ট লোক সমাগম হয়।

## গ্রীসের প্রাক্তন রাণীর পরলোকগমন

৮ গ্রীসের প্রাক্তন রাণী এলিজাবেথ সম্প্রতি কেনস্-এর নার্সিং হোম-এ দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬২ বৎসর হয়েছিল। গ্রীসের প্রাক্তন রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী ছিলেন।

---

## জার্মানীর প্রদর্শনীতে পাকিস্তানী মহিলা চিত্রশিল্পীর ছবি

জার্মানীর কোলঙ্গ-এ সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক চতুর্থ বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা আলোকচিত্রশিল্পী মিস সাঈদা খানমের ছবিও স্থানলাভ করে। ইতিপূর্বে বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে পাকিস্তানী কোন মহিলা আলোক চিত্রশিল্পীর ছবি স্থান লাভ করে নাই।

জার্মানীর এই চিত্র প্রদর্শনীতে বিশ্বের সর্বমোট ৩২টি দেশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের ১৮টি করে ছবি স্থান লাভ করে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে গত মার্চ মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান ন্যাশনাল সেলন অব ফটোগ্রাফীতে' যে সকল ছবি প্রদর্শিত হয় তন্মধ্যে বাছাই করা প্রথম শ্রেণীর ১৮ খানি ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা হয়।

( ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## চীনা গণতন্ত্রের ইতিহাস

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

সাথে কূটনৈতিক, আন্তর্জাতিক, বৈদেশিক নানা সূক্ষ্ম সমস্যা জড়িত। সুতরাং……। সুতরাং ডাঃ, ক্যান্টলী চললেন প্রাইভেট গোয়েন্দাদের অফিসে। কিন্তু নাঃ! চীনা যুবকটিকে বোধ হয় বাঁচাতে পারলেন না তিনি। রবিবারে তাদের অফিসও বন্ধ। নিরুপায় ডাঃ ক্যান্টলী এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতায় হাত কামড়াতে লাগলেন। পরদিন সকালে উঠেই ডাঃ ক্যান্টলী ছুটলেন 'ফরিন অফিসে'। তার আগে কয়েকজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে এলেন 'চায়নিজ লিগেশনের' চারধারে, আর জাহাজ ঘাটিতে, দিনরাত নজর রাখবার জন্যে।

'ফরিন অফিসের' বড়কর্তা সব শুনে, তক্ষুণি ফোনে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের বড় কর্তাকে ডেকে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন এবং জরুরী নির্দেশ দিলেন—এক্ষুণি খবর নেওয়া হোক 'চায়নীজ লিগেশন' থেকে কোন কোম্পানীর জাহাজ ভাড়া দেয়ার চুক্তি হয়েছে কি-না। '[illegible] অফিসের' নির্দেশে দ্রুত [illegible] বিভাগ। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর এলো, 'চায়নীজ লিগেশন' থেকে 'গ্লেন কোম্পানীর' একটা জাহাজ 'চাটার্ড' করা হয়েছে এবং মঙ্গলবারে সকালে সেখানা চীন রওনা হবে।

১৮৯৬ সালের ২২শে অক্টোবর—, ডাঃ ক্যাণ্টলী চীন যুবকেরই পক্ষে "ওল্ড্ বেইলী" কোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু জজ সাহেব সে আবেদন মঞ্জুর করলেন না।

কিন্তু লণ্ডনের 'প্রেস'—বড় সহজ নয়। সংবাদপত্রের মতবাদকে ভয় করেন না, হেন ব্যক্তি ইংলণ্ডে নাই। এই হেবিয়াস কর্পাস আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ায়, সেদিনকার সান্ধ্য পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা এমন কড়া মন্তব্য করলেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাথা ঘুরে গেল। কোন সান্ধ্য পত্রিকায় বড় বড় হরফে ছাপা হল—"ইংলণ্ড হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা উঠিয়া গিয়াছে—" কোন কোন কাগজওয়ালারা "স্বৈরাচারী জজ সাহেবের অপসারণ" দাবী করলেন। আর আন্তর্জাতিক রীতি ও সৌজন্য ভঙ্গ করার অপরাধে চীনা লিগেশনের বিরুদ্ধেও কঠোর সম্পাদকীয় সমালোচনা বের হল ২৩শে অক্টোবরের কাগজে।

"লর্ড স্যালিসবারী" ছিলেন তখন 'ফরিন সেক্রেটারী'। ২৩শে অক্টোবর ব্যাপারটা তাঁর কানে এলো। খবরের কাগজেও সব বিবরণ পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চায়নীজ লিগেশনের সেক্রেটারীর কাছে এক কড়া প্রতিবাদ লিপি পাঠালেন 'লর্ড স্যালিসবারী'। দাবী জানালেন, লণ্ডনে আশ্রয়প্রার্থী যে চীনা যুবকটিকে বন্দী করা হয়েছে, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক।

লর্ড স্যালিসবারীর এই চিঠি পাওয়ার দু' ঘণ্টা পর—, ১৮৯৬ সালের ২৩শে অক্টোবর, যে সময় খাঁচায় পুরে চীনে চালান দেবার কথা, ঠিক সেই সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেল বন্দী যুবকটি।

অভিভূত হয়ে বন্দীশালার বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল, বিশাল জনতা তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আর তাকে দেখেই তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল সেই জনতা। ভিড়ের মধ্যে মিঃ ক্যাণ্টলী। যুবক কৃতজ্ঞচিত্তে সবাইকে ধন্যবাদ জানালো, তারপর [illegible] গেল ডাঃ ক্যাণ্টলীর বাড়ীতে।

কে এই যুবক? কি তার পরিচয়? পরদিন সকাল বেলা নাম জানা গেল। তার মুক্তির জন্যে লণ্ডনের সমস্ত সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ও অকুণ্ঠ মতবাদকে মোবারকবাদ জানিয়ে যুবক একটা চিঠি পাঠিয়েছিল লণ্ডনের কোন দৈনিক পত্রিকায়। নীচে নাম সই করেছিল
—'সান্‌ইয়াৎ সেন'

যে নাম আজ চীন দেশে অমর হয়ে রয়েছে; যে নামের কথা স্মরণ করে মহাচীনের কোটি কোটি নর-নারী শ্রদ্ধাবনত হয়।

---

## পথ-শ্রান্ত

( ৮ম পৃষ্ঠার পর )

পারে সে কথাও তো মতীন ভাবতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে তো তাও সম্ভব হ'ল। না জানি কত দুঃখ আছে ডলির তকদীরে। কেনই বা মেয়েটী হঠাৎ এ পাগলামী করলো। মায়া হয় মতীনের ডলির কথা ভেবে। কিন্তু সেই বা কি করতে পারে?

( ক্রমশঃ )

## তবু কত দূরে

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

…বুকের পাঁজরে হাতুড়ির ঘা খেয়ে যেন কেঁপে উঠল স্বপ্না। "না—না—কাজল… ।" হারমোনিয়মের অনেকগুলি রীড একসাথে চেপে ধরে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলল… ।

স্বপ্নাই গাইত…ও শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনত। আজ হঠাৎ কেন যেন কাজলের বড্ড গাইতে ইচ্ছা করছিল—ভাবেনি ও শুনে ফেলবে… ।

"আমার স্বপ্ন তুমি এমনি করে ভেঙে দিও না গো…"। স্বপ্না তখন ওর কোলে মাথা রেখে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। কাজলেরও চোখে জল এসে গেছে। বহুদিন এতো কাছে ওকে পায়নি… । একটা প্রচণ্ড বাধা যেন ওদের মাঝে পাঁচিল তুলে রেখেছে।

"একটা মিছে কল্পনাকে মনে ঠাঁই দিয়ে কেন নিজেকে এত অসুখী করছো স্বপ্না?" কাজলের এতদিনের রুদ্ধ অভিমান আজ ঝরে পড়ল। "আমি না হয় অবুঝ; কিন্তু তাপস, ডাক্তার? তাদের কথারও কি কোন [illegible] নেই? স্বপ্না জবাব দিল না—[illegible] মন[illegible] ভরা দৃষ্টিতে চাইল… ।

…খেপুপাড়া ওখান থে[illegible]। মাঝে মাঝে নৌকায় কাজলকে [illegible] দত্ত বাড়ীতে। এ জেলার বা বাইরের দু' একজন যারা এখানে আত্মগোপন করে ছিল—সবাই মিলত সেখানে… ।

…স্বপ্নাকে আজ আরো সুন্দর লাগছে… ।

কাজলের ব্যগ্র বাহু দুটির মাঝ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে আজ আর ওর প্রাণ চাইছিল না…. ।

চাঁদ চলে পড়েছে পশ্চিমে অনেকখানি। স্বপ্নার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। উঠে বসল। কাজল ঘুমুচ্ছে, ও পার্শ্বের রুমে [illegible]পসও হয়তো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। ঢেউ এসে বারে বারে আছড়ে পড়ছে নিচে। সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। কেমন যেন ভয় লাগল স্বপ্নার। জানালার ফাঁক দিয়ে কতটুকু জোৎস্না এসে পড়ছে কাজলের চিবুকে, বুকে। ওর তৃপ্তি ভরা নিদ্রিত মুখের পানে চেয়েছিল স্বপ্না… ।

…ওর এ মুখখানি যেন নতুন লাগল স্বপ্নার চোখে। দু বছর আগে এমনি ভাবে ওকে প্রথম যেদিন একবার দেখেছিল…অশ্রুজলে তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল… । জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেল…দুরারোগ্য ব্যাধিতে ফ্যাকাসে ছিল সে মুখ। শীর্ণ দেহে তাপসের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল জেল ফটকের বাইরে… ।

…তারপর…দু'টি বছর। এত কাছে…ওর তপ্ত শ্বাস এসে লাগছে স্বপ্নার চোখে মুখে। কিন্তু এত কাছে থেকেও স্বপ্নার মনে হচ্ছে,…কাজল আজ বহু দূরে।

---

## বিজ্ঞান

( ৯ম পৃষ্ঠার পর )

আণবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে ইহাতে একটি শক্তিশালী রি-এ্যাক্টর পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হবে। কারখানাটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন এশিয়া ও প্রাচ্যের বন্ধুদেশসমূহকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

---

সাহারা মরু[illegible]

## তেলক্ষেত্র আবিষ্কার

আলজিয়ার্সের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের একটি স্থানে বিরাট তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানটি আলজিয়ার্স থেকে প্রায় পাঁচ শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই তেলক্ষেত্রের ভূগর্ভে প্রায় এক লক্ষ কোটি টন তেল মজুদ রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তেল ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল এবং প্রস্থেও প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত।

---

## মহিলা

( ৭ পৃষ্ঠার পর )

### মিস ক্যাটোর দিল্লী সফর

ওয়ার্লড ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-এর প্রেসিডেণ্ট মাননীয়া মিস ইসাবেলা ক্যাটো ভারতে এক স্বল্পকালীন সফরের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন। এখানে তিনি ভারতীয় ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-র উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে যোগদান করবেন। মাননীয়া মিস ক্যাটো বিখ্যাত ব্যবসায়ী লর্ড ক্যাটোর প্রথমা কন্যা।

# মহিলা-জগৎ

## পাকিস্তানী মহিলা শিক্ষাবিদের যুক্তরাষ্ট্র সফর

লাহোর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ সম্প্রতি দুই মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন বলে এক সংবাদে জানা গেছে। সফরের প্রথম দিকে তিনি ডেনভারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমিলি গ্রিফিথ অপরচুনিটি স্কুল পরিদর্শন করেন। এই স্কুলটি স্থানীয় কর প্রভৃতির সাহায্যে চালানো হয়।

মিস আনোয়ার আলী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন বলে মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ছাড়াও মিস আনোয়ার আলী মার্কিন মহিলা সমাজ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, মার্কিন মহিলাগণ "সমাজ-চেতনা সম্পন্ন" এবং তাঁরা সমাজের জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীলা।

সানফ্রান্সিসকোতে অবস্থানকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রিপাব্লিকান দলের জাতীয় কনভেনশন দেখার সুযোগ লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর কর্তৃক আয়োজিত ব্যক্তি বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন।

---

## পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত পদে শাহজাদা আবিদা সুলতান

শাহজাদা আবিদা সুলতানকে ব্রাজিলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়েছে বলে সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে।

শাহজাদী আবিদা সুলতান ভূপালের (ভারত) নওয়াবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৯১৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই ভূপাল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত হন।

শাহজাদী ১৯৩৫ ভূপাল সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী এবং ইহার কিছু পরে সেনাবাহিনীর কর্ণেল ও ভূপাল রাজ্যের একটি ব্যাটালিয়নের কর্ণেল-ইন-চীফ পদে নিযুক্ত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৫৪ সালে শাহজাদী আবিদা সুলতানা পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসাবে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করেন।

লাহোর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিস আনোয়ার আলী মোহাম্মদ (বামদিকে) ডেনভার এমিলী গ্রিফিথ অপরচুনিটী স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষা জন হেরসী সমভিব্যাহারে স্কুলের বহির্ভাগ পরিদর্শন করছেন।

১৯৫৬ সালের 'মিস ইণ্ডিয়ান-এ্যামেরিকা'। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অল এ্যামেরিকান-ইণ্ডিয়ান দিবসে ব্রিগহাম সিটির ২০ বৎসর বয়স্কা প'নী উপজাতীয় তরুণী মিস সান্ড্রা গোভার উপরোক্ত উপাধিলাভ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার ৪৭টি ইণ্ডিয়ান গোত্রের ৯১ জন তরুণীর মধ্যে মিস সান্ড্রা গোভারকেই 'মিস ইণ্ডিয়ান-এ্যামেরিকা' উপাধি দান করা হয়।

---

## রুশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে মহিলাদের যোগদান

মস্কোতে অবস্থিত মিসরীয় দূতাবাস থেকে সম্প্রতি মিসরের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যে সকল রুশ স্বেচ্ছাসেবকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে বহু সংখ্যক মহিলাও রয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সকল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মিসরীয় দূতাবাস থেকে রুশ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের এখন পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেব করে বলা হয় নাই, তবে অনুমান করা হয়েছে যে, এই দলে কয়েক সহস্র মহিলা রয়েছেন।

---

## খুলনায় মহিলাদের উদ্যোগে লংগরখানা

খুলনায় সম্প্রতি মহিলাদের উদ্যোগে একটি লংগরখানা খোলা হয়েছে বলে জানা গেছে। নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির খুলনা শাখা এই লংগরখানা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। লংগরখানায় শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যহই যথেষ্ট লোক সমাগম হয়।

## গ্রীসের প্রাক্তন রাণীর পরলোকগমন

৮ গ্রীসের প্রাক্তন রাণী এলিজাবেথ সম্প্রতি কেনস্-এর নার্সিং হোম-এ দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬২ বৎসর হয়েছিল। গ্রীসের প্রাক্তন রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী ছিলেন।

---

## জার্মানীর প্রদর্শনীতে পাকিস্তানী মহিলা চিত্রশিল্পীর ছবি

জার্মানীর কোলঙ-এ সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক চতুর্থ বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা আলোকচিত্রশিল্পী মিস সাঈদা খানমের ছবিও স্থানলাভ করে। ইতিপূর্বে বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে পাকিস্তানী কোন মহিলা আলোক চিত্রশিল্পীর ছবি স্থান লাভ করে নাই।

জার্মানীর এই চিত্র প্রদর্শনীতে বিশ্বের সর্বমোট ৩২টি দেশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের ১৮টি করে ছবি স্থান লাভ করে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে গত মার্চ মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান ন্যাশন্যাল সেলন অব ফটোগ্রাফীতে' যে সকল ছবি প্রদর্শিত হয় তন্মধ্যে বাছাই করা প্রথম শ্রেণীর ১৮ খানি ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা হয়।

( ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

উপন্যাস

# পথ-শ্রান্ত

## অধ্যাপিকা মিসেস ইব্রাহিম এম, এ, বি-টি

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

সমস্ত দিনটাই মতীন গম্ভীর হয়ে রইল। রমার সঙ্গেও বিশেষ ভাল করে কথা বললো না। সন্ধ্যার কাছাকাছি যখন রমা বিদায় নিতে এসেছে তখন হঠাৎ দেখে ডলি এসেছে বেড়াতে। বেশ-ভূষার বিশেষ পারিপাট্য নেই। মেক্-আপও একেবারে নিখুঁত নয়। রমা হেসে জিজ্ঞেস করলো,—আরে ডলি যে, কি খবর? ঘর-সংসার লাগছে কেমন? ম্লান হেসে জবাব দেয় ডলি,—ঘর-সংসার আর আমাদের হ'ল কই রমাদি। ওসব তোমাদেরই একচেটিয়া। রমা আজ একটু বিদ্রূপ করার লোভ সামলাতে পারল না, তাই একটু বিষ ঢেলেই বল্ল,—যা বলেছ ভাই! সংসার-ধর্ম পোষায় গরীবের ঘরের মেয়েদের। বড়লোকদের তো আয়-ব্যয়ের চিন্তা নেই, সুতরাং শত চিন্তার সময় আছে। আর দরিদ্রের এক চিন্তা সে ঐ সংসার অর্থাৎ পেট চালাবার দায়। এতদিন পর ডলি এসেছে, সে যাই হোক না কেন মতীনের রোগশয্যায় তাকে দেখতে এসেছে, কথাটা ভাবতে মতীনের ভালই লাগছিল। কিন্তু রমার এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হল সে। বেশ উগ্র কণ্ঠেই জবাব দিল,—এসব তুমি কি বলছ রমা! এতদিন পর ডলি এসেছে ওর একটু চায়ের বন্দোবস্ত করবে না? মনে হয় যেন টাইফয়েড হয়েছিল আমার কিন্তু মাথায় গোলমালের ছাপ রেখে গেছে তোমার। লঘু পরিহাসে আবেষ্টনী হাল্কা করতে চাইল মতীন, কারণ এ মেয়েটাকে সে বহুকাল ধরে চেনে। ডলির প্রতি ওর মনোভাবের খবরও অজানা নেই মতীনের। সারাদিন মতীনের রুক্ষ ব্যবহারে যে বিষ সঞ্চিত করেছে ও মনে হয়ত, সামান্য উপলক্ষ্য করে ডলির প্রতি তা উগার করতে এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করবে না রমা। সুতরাং আপোষই ভাল। রমাও হেসে উত্তর করল,—তুমি ঠিক বলেছ ভাই, রাঁচী যাবার বন্দোবস্ত তুমিই করে দাও, তাহলে কিছু দিন অন্ততঃ তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে।

রমা ত্বরিতে ও ঘরে ঢুকে চায়ের সরঞ্জাম ও খাবার নিয়ে এলো। বিস্মিত ডলি বল্লে,—সত্যিই আপনি রইলেন এ ঘরে আর সব কিছু কি সুন্দর করে গুছিয়েছে জাফর। এ রকম বিশ্বাসী আর দক্ষ চাকর আমি আর কোথাও দেখিনি।

—তুমি ভুল করেছ ডলি, এ জাফর ভাই-এর কাজ নয়, এ করেছে মতীনদার নূতন 'চাকরাণীটা', ভাগ্যি এসেছিল দেশ থেকে, না হলে ওর অসুখে আমার যে কি অবস্থা হ'ত তা একমাত্র ভগবানই জানেন। যাক,চা টুকু খেয়ে ফেলো তো ভাই। বল্লে রমা। কিন্তু আড়-চোখে দেখলে মতীনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ।

আধ ঘণ্টা পরে রমা বিদায় নিতে এলো, তখন ডলি রুমালে চোখ মুছছে। রমার বুঝতে দেরী হল না যে, আজগর আলী মতীন নয়। হয় পরী উড়ে চলে এসেছেন, নয়ত ওখানে ফেয়ারওয়েল পার্টি এ্যাটেণ্ড করে মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন। ঘৃণায় শরীর কুঞ্চিত হ'ল রমার। দরজার কাছ থেকে বল্লে,—আমি চলি ভাই, সন্ধ্যা হল, তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে উচ্চারণ করল,—তুমি তো এখন প্রায় ভাল হয়েছ। কাল আর আসবো না। পরশু বিকেলে এসে আবার তোমাকে দেখে যাবো। খুকুর শরীরটাও ভাল না। রুক্ষ গম্ভীর উত্তর এলো,—কোন প্রয়োজন নেই রমা খুকুকে কষ্ট দিয়ে এখানে তোমার আসবার, কারণ, আমি তো ভালই হয়ে গেছি। তোমাদের অনেক কষ্টই দিয়েছি, আর কত? আচ্ছা তুমি এসো। রমা কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত নীচে নেমে গেল। কিন্তু সিঁড়ির নীচে যে নীরব প্রাণী দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছে এসে যেন ভেঙ্গে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে রমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে জাফরের মনে হল—রমাদি আজ বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, কবে ফিরবে কে জানে।

পরদিন জাফর এসে ছুটি চাইল, দুই দিনের। জাফর ভাই-এর ছুটি। অবাক হয়ে যায় মতীন।

—হাঁ ভাই মাত্র দু'টি দিন, আমার এক বোন খবর পাঠিয়েছে, সে ময়মনসিংহে এসেছে তার ছেলের কাছে। তাকে একটু দেখে আসবো।

—কিন্তু এই তোমার যাবার সময়? জবাব দিলে মতীন। সবাই মিলে আমাকে শেষ করেই যাও।—আমি যাব না। জবাব এলো ও তরফের—তোমাকে কোনও কারণে কষ্ট বা অসুবিধায় ফেলে তো আমি যেতে পারি না, আমি তো যাবই বলিনি শুধু ছুটি চেয়েছিলাম!—বেশ তো বিশেষ প্রয়োজন থাকে যাও। মতীন মনে ভাবে, রাশেদা আছে এক ভাবে চলে যাবে। তাছাড়া সেদিনের ব্যবহারে মতীন লজ্জিত কিন্তু কি পাথরে গড়া দেবী মূর্তি এ দু'দিনের মধ্যে এ ঘর তো দূরের কথা পাশের ঘরেও তার দেখা মিল্‌ল না। মতীন বিশেষ লক্ষ্য করেছে কিন্তু সে পা দু'খানি ও ঘরে আর দেখা যায় না। অসুস্থ মানুষ সে, কিইবা এমন বলেছে। কই আগে তো কাউকে কখনো কোন কথা সে বলেনি, তবে তার অসুস্থ দেহমন জেনেও কেউ তাকে ক্ষমা করলে না। রাশেদা ধীর স্থির কর্তব্যপরায়ণা, কিন্তু প্রাণহীনা। তাই বা মতীন বলে কি করে? সেই যে খানপুরের অক্লান্ত সেবা যত্ন, সেই ঝড়ের রাতের মধুময় স্মৃতি। সবশেষে চলে আসবার আগের দিনের সেই নিঃশেষ আত্ম-নিবেদন সব কিছু মতীন ভুলে গেল! না না, সত্যিই অন্যায় করে ফেলেছে সে। ওর দু'হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে মতীন। কিন্তু আজ থাক। জাফর ভাই-এর সামনে রাশেদার সঙ্গে কথা বলতে সে সঙ্কোচ বোধ করে। রমার মত তাকে সহজ করে নিতে পারে না মতীন। মনে ভাবে, আজকের সকালটা অপেক্ষাই করবে। জাফর ভাই চলে গেলে তখন ডাকবে সে রাশেদাকে।

বেলা ন'টার সময় জাফর ভাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল। পরিবর্তে দোর গোড়ায় মোতায়েন রেখে গেল কলেজের এক পুরাণ বেয়ারাকে।

দশটার পরই খায় মতীন এখন। সবই নিয়ম মাফিক চলছে। বেলা একটায় হরলিক্স-এর গ্লাস হাতে নিয়ে এলো ছোকরা চাকর সালাম। মতীন বল্লো—সালাম, তোর আপাকে একটু ডেকে দেতো। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সালাম—আপা? কোন্ আপাকে হুজুর?

—এ বাড়ীতে ক'জন আপা আছে? যা ডেকে আন। বিরক্ত কণ্ঠে বলে মতীন।

—জী কোন আপা নেই। রমা আপা তো নারায়ণগঞ্জে গেছেন কাল সন্ধ্যায়, আর রাশেদা আপা আজ সকালে যশোর চলে গেলেন। বাড়ীতে আমি আছি আর বেয়ারা আছে। আর বাবুর্চি তো নীচের ঘরে। আর তো কেউ নেই হুজুর। স্তম্ভিত হয় মতীন, এত গর্ব রাশেদার অন্তরে! যাবার সময় একবার সে বলেও গেল না মতীনকে! স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধও তার নেই। সত্যিই একেবারে অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে রাশেদা। নইলে আজ প্রায় একমাস হল সে এখানে এসেছে অথচ যাবার দিন মুখে ভদ্রতাটাও সে করে গেল না কিন্তু একদিন একে না দেবার কিছুই ছিল না মতীনের। একটু আগেও সে কত লজ্জিত আর অনুতপ্ত মনে করেছে নিজেকে রাশেদার সম্পর্কে। যাক এ বন্ধনও ছিন্ন হল! কিন্তু এদিকে এক নূতন মুস্কিল দেখা দিয়েছে। আজ দিন সাতেক হল ডলি ফিরে এসেছে। জীবন তার বিষাক্ত হয়ে উঠেছে আজগর আলীর কাছে। ভদ্র-লোক দেখতে তো বেশ বিনয়ী, ভদ্র, কিন্তু ডলি বলে গেল,—মতীন ভাই, সে যে কত নীচ সে কথা বলবার নয়। সর্বদাই সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে। কারও সঙ্গে একটু হেসে কথা বল্লেই মনে ভাবে, আমার মনে কোন উদ্দেশ্য আছে। আপনি জানেন না মতীন ভাই, সে কত নীচ। কথায় কথায় আবার বাবা মা সমাজ তুলে অশ্লীল ভাষায় বকতে থাকে। আমি যে ছ' মাস সেখানে কি কষ্টে কাটিয়েছি তা জানেন ওখানকার অফিসার মহল। শেষে তাঁদেরই সহায়তায় ও মফস্বলে গেলে একরকম পালিয়ে চলে এসেছি।

দুঃখে, ঘৃণায় স্তম্ভিত হয় মতীন। সত্যিই আজগর আলী এত হীন! অথচ লোক দেখে চিনবার উপায় নেই। সত্যিই তো ফেরদৌস যে রুবি ভাবিকে কাঁদিয়ে আবার বিয়ে করতে যেতে

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


# বেগম

..... মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা : রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ৬৬ : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৬০ THE BEGUM Vol. XIII No. 5 28th February. 60

সম্প্রতি ঢাকা ষোড়-দৌড় ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ইউ, ও, টি, সি ও যুব কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অশ্ব ও গবাদী পশু প্রদর্শনীতে আগত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী দল কয়েকটি মনোরম নৃত্য প্রদর্শন করেন। চিত্রে দলের অন্যতমা স্বর্ণকুমারী ও জোগদা 'জিপসী নৃত্য' পরিবেশন করছেন।

ফটো : কামরুল হুদা।

সম্পাদিকা : নূরজাহান বেগম • কার্যালয়- ৬৬, লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা-ফোন ৩৭৮ •

উপন্যাস

# পথ-শ্রান্ত

অধ্যাপিকা মিসেস ইব্রাহিম এম, এ, বি-টি

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

সমস্ত দিনটাই মতীন গম্ভীর হয়ে রইল। রমার সঙ্গেও বিশেষ ভাল করে কথা বললো না। সন্ধ্যার কাছাকাছি যখন রমা বিদায় নিতে এসেছে তখন হঠাৎ দেখে ডলি এসেছে বেড়াতে। বেশ-ভূষার বিশেষ পারিপাট্য নেই। মেক্-আপও একেবারে নিখুঁত নয়। রমা হেসে জিজ্ঞেস করলো,—আরে ডলি যে, কি খবর? ঘর-সংসার লাগছে কেমন? ম্লান হেসে জবাব দেয় ডলি,—ঘর-সংসার আর আমাদের হ'ল কই রমাদি। ওসব তোমাদেরই একচেটিয়া। রমা আজ একটু বিদ্রূপ করার লোভ সামলাতে পারল না, তাই একটু বিষ ঢেলেই বল্ল,—যা বলেছ ভাই! সংসার-ধর্ম পোষায় গরীবের ঘরের মেয়েদের। বড়লোকদের তো আয়-ব্যয়ের চিন্তা নেই, সুতরাং শত চিন্তার সময় আছে! আর দরিদ্রের এক চিন্তা সে ঐ সংসার অর্থাৎ পেট চালাবার দায়। এতদিন পর ডলি এসেছে, সে যাই হোক না কেন মতীনের রোগশয্যায় তাকে দেখতে এসেছে, কথাটা ভাবতে মতীনের ভালই লাগছিল। কিন্তু রমার এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হল সে। বেশ উগ্র কণ্ঠেই জবাব দিল,—এসব তুমি কি বলছ রমা! এতদিন পর ডলি এসেছে ওর একটু চায়ের বন্দোবস্ত করবে না? মনে হয় যেন টাইফয়েড হয়েছিল আমার কিন্তু মাথায় গোলমালের ছাপ রেখে গেছে তোমার। লঘু পরিহাসে আবেষ্টনী হাল্কা করতে চাইল মতীন, কারণ এ মেয়েটাকে সে বহুকাল ধরে চেনে। ডলির প্রতি ওর মনোভাবের খবরও অজানা নেই মতীনের। সারাদিন মতীনের রুক্ষ ব্যবহারে যে বিষ সঞ্চিত করেছে ও মনে হয়ত, সামান্য উপলক্ষ্য করে ডলির প্রতি তা উজার করতে এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করবে না রমা। সুতরাং আপোষই ভাল। রমাও হেসে উত্তর করল,—তুমি ঠিক বলেছ ভাই, রাঁচী যাবার বন্দোবস্ত তুমিই করে দাও, তাহলে কিছু দিন অন্ততঃ তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে।

রমা ত্বরিতে ও ঘরে ঢুকে চায়ের সরঞ্জাম ও খাবার নিয়ে এলো। বিস্মিত ডলি বল্লে,—সত্যিই আপনি রইলেন এ ঘরে আর সব কিছু কি সুন্দর করে গুছিয়েছে জাফর। এ রকম বিশ্বাসী আর দক্ষ চাকর আমি আর কোথাও দেখিনি।

—তুমি ভুল করেছ ডলি, এ জাফর ভাই-এর কাজ নয়, এ করেছে মতীনদার নূতন 'চাকরাণীটা', ভাগ্যি এসেছিল দেশ থেকে, না হলে ওর অসুখে আমার যে কি অবস্থা হ'ত তা একমাত্র ভগবানই জানেন। যাক,চা টুকু খেয়ে ফেলো তো ভাই। বল্লে রমা। কিন্তু আড়-চোখে দেখলে মতীনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ।

আধ ঘণ্টা পর রমা বিদায় নিতে এলো, তখন ডলি রুমালে চোখ মুছছে। রমার বুঝতে দেরী হল না যে, আজগর আলী মতীন নয়। হয় পরী উড়ে চলে এসেছেন, নয়ত ওখানে ফেয়ারওয়েল পার্টি এ্যাটেণ্ড করে মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন। ঘৃণায় শরীর কুঞ্চিত হ'ল রমার। দরজার কাছ থেকে বল্লে,—আমি চলি ভাই, সন্ধ্যা হল, তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে উচ্চারণ করল,—তুমি তো এখন প্রায় ভাল হয়েছ। কাল আর আসবো না। পরশু বিকেলে এসে আবার তোমাকে দেখে যাবো। খুকুর শরীরটাও ভাল না। রুক্ষ গম্ভীর উত্তর এলো,—কোন প্রয়োজন নেই রমা খুকুকে কষ্ট দিয়ে এখানে তোমার আসবার, কারণ, আমি তো ভালই হয়ে গেছি। তোমাদের অনেক কষ্টই দিয়েছ, আর কত? আচ্ছা তুমি এসো। রমা কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত নীচে নেমে গেল। কিন্তু সিঁড়ির নীচে যে নীরব প্রাণী দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছে এসে যেন ভেঙ্গে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে রমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে জাফরের মনে হল—রমাদি আজ বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, কবে ফিরবে কে জানে।

পরদিন জাফর এসে ছুটি চাইল, দুই দিনের। জাফর ভাই-এর ছুটি। অবাক হয়ে যায় মতীন।

—হাঁ ভাই মাত্র দু'টি দিন, আমার এক বোন খবর পাঠিয়েছে, সে ময়মনসিংহে এসেছে তার ছেলের কাছে। তাকে একটু দেখে আসবো।

—কিন্তু এই তোমার যাবার সময়? জবাব দিলে মতীন। সবাই মিলে আমাকে শেষ করেই যাও।—আমি যাব না। জবাব এলো ও তরফের—তোমাকে কোনও কারণে কষ্ট বা অসুবিধায় ফেলে তো আমি যেতে পারি না, আমি তো যাবই বলিনি শুধু ছুটি চেয়েছিলাম।—বেশ তো বিশেষ প্রয়োজন থাকে যাও। মতীন মনে ভাবে, রাশেদা আছে এক ভাবে চলে যাবে। তাছাড়া সেদিনের ব্যবহারে মতীন লক্ষিত কিন্তু কি পাথরে গড়া দেবী মূর্তি এ দু'দিনের মধ্যে এ ঘর তো দূরের কথা পাশের ঘরেও তার দেখা মিলল না। মতীন বিশেষ লক্ষ্য করেছে কিন্তু সে পা দু'খানি ও ঘরে আর দেখা যায় না। অসুস্থ মানুষ সে, কিইবা এমন বলেছে। কই আগে তো কাউকে কখনো কোন কথা সে বলেনি, তবে তার অসুস্থ দেহমন জেনও কেউ তাকে ক্ষমা করলে না। রাশেদা ধীর স্থির কর্তব্যপরায়ণা, কিন্তু প্রাণহীনা। তাই বা মতীন বলে কি করে? সেই যে খানপুরের অক্লান্ত সেবা যত্ন, সেই ঝড়ের রাতের মধুময় স্মৃতি। সবশেষে চলে আসবার আগের দিনের সেই নিঃশেষ আত্ম-নিবেদন সব কিছু মতীন ভুলে গেল! না না, সত্যিই অন্যায় করে ফেলেছে সে। ওর দু'হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে মতীন। কিন্তু আজ থাক। জাফর ভাই-এর সামনে রাশেদার সঙ্গে কথা বলতে সে সঙ্কোচ বোধ করে। রমার মত তাকে সহজ করে নিতে পারে না মতীন। মনে ভাবে, আজকের সকালটা অপেক্ষাই করবে। জাফর ভাই চলে গেলে তখন ডাকবে সে রাশেদাকে।

বেলা ন'টার সময় জাফর ভাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল। পরিবর্তে দোর গোড়ায় মোতায়েন রেখে গেল কলেজের এক পুরাণ বেয়ারাকে।

দশটার পরই খায় মতীন এখন। সবই নিয়ম মাফিক চলছে। বেলা একটায় হরলিক্স-এর গ্লাস হাতে নিয়ে এলো ছোকরা চাকর সালাম। মতীন বল্লো—সালাম, তোর আপাকে একটু ডেকে দেতো। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সালাম—আপা? কোন্ আপাকে হুজুর?

—এ বাড়ীতে ক'জন আপা আছে? যা ডেকে আন। বিরক্ত কণ্ঠে বলে মতীন।

—জী কোন আপা নেই। রমা আপা তো নারায়ণগঞ্জ গেছেন কাল সন্ধ্যায়, আর রাশেদা আপা আজ সকালে মশার চলে গেলেন। বাড়ীতে আমি আছি আর বেয়ারা আছে। আর বাবুর্চি তো নীচের ঘরে। আর তো কেউ নেই হুজুর। শুম্ভিত হয় মতীন, এত গর্ব রাশেদার অন্তরে! যাবার সময় একবার সে বলেও গেল না মতীনকে! স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধও তার নেই। সত্যিই একেবারে অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে রাশেদা। নইলে আজ প্রায় একমাস হল সে এখানে এসেছে অথচ যাবার দিন মুখে ভদ্রতাটাও সে করে গেল না কিন্তু একদিন একে না দেবার কিছুই ছিল না মতীনের। একটু আগেও সে কত লজ্জিত আর অনুতপ্ত মনে করেছে নিজেকে রাশেদার সম্পর্কে। যাক এ বন্ধনও ছিন্ন হল! কিন্তু এদিকে এক নূতন মুস্কিল দেখা দিয়েছে। আজ দিন সাতেক হল ডলি ফিরে এসেছে। জীবন তার বিষাক্ত হয়ে উঠছে আজগর আলীর কাছে। ভদ্র-লোক দেখতে তো বেশ বিনয়ী, ভদ্র, কিন্তু ডলি বলে গেল,—মতীন ভাই, সে যে কত নীচ সে কথা বলবার নয়। সর্বদাই সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে। কারও সঙ্গে একটু হেসে কথা বল্লেই মনে ভাবে, আমার মনে কোন উদ্দেশ্য আছে। আপনি জানেন না মতীন ভাই, সে কত নীচ। কথায় কথায় আবার বাবা মা সমাজ তুলে অশ্লীল ভাষায় বকতে থাকে। আমি যে ছ' মাস সেখানে কি কষ্টে কাটিয়েছি তা জানেন ওখানকার অফিসার মহল। শেষে তাঁদেরই সহায়তায় ও মফস্বলে গেলে একরকম পালিয়ে চলে এসেছি।

দুঃখে, ঘৃণায় স্তম্ভিত হয় মতীন। সত্যিই আজগর আলী এত হীন! অথচ লোক দেখে চিনবার উপায় নেই। সত্যিই তো ফেরদৌস যে রুবি ভাবিকে কাঁদিয়ে আবার বিয়ে করতে যেতে

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা : রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ৬৬ : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৬০ THE BEGUM Vol. XIII No. 5 28th February 60

সম্প্রতি ঢাকা ষোড়-দৌড় ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ইউ, ও, টি, সি ও যুব কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অশ্ব ও গবাদী পশু প্রদর্শনীতে আগত বণিপুরী নৃত্যশিল্পী দল কয়েকটি মনোরম নৃত্য প্রদর্শন করেন। চিত্রে দলের অন্যতমা স্বর্ণকুমারী ও জোসনা 'জিপসী নৃত্য' পরিবেশন করছেন।

ফটো : কামরুল হুদা।

সম্পাদিকা : নূরজাহান বেগম • কার্যালয়- ৬৬, লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা-ফোন ৩৭৮৭

# তিব্বত দিচ্ছে আকর্ষণীয় পুরস্কার

ঢাকার পি আই আই এফ-এ

প্রথম পুরস্কার

*নিউ ওপেল রেকর্ড*

১৯৫৯

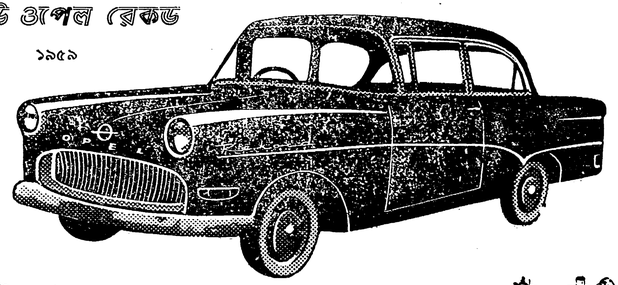

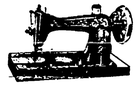

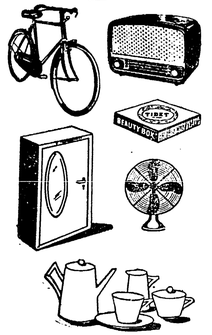

এই পুরস্কারটি অথবা তিব্বতের অন্য যে কোন একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার লাভ করার এটা একটি সুবর্ণ সুযোগ। আপনাকে কেবলমাত্র ঢাকার পি আই আই এফ-এ অবস্থিত আমাদের ষ্টল থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে নিম্নলিখিত তিব্বত দ্রব্যাদি ক্রয় করে একটি ফ্রি তিব্বত প্রাইজ কপন সংগ্রহ করতে হবে—

- তিব্বত টয়লেট সাবান ... ... ... ... একটি
- তিব্বত কাপড় কাচার বল সাবান ... ... একটি
- যে কোন তিব্বত হেয়ার অয়েল ... ... একটি
- তিব্বত টুথপেষ্ট অথবা তিব্বত স্নো ... একটি

} সবগুলি দ্রব্যই একসঙ্গে ক্রয় করিতে হইবে

তৎসহ তিব্বতের প্রস্তুত যে কোন একটি দ্রব্য

**প্রতিযোগিতার বিস্তারিত বিবরণ তিব্বত প্রাইজ কুপনের পিছনের দিকে মুদ্রিত আছে।**

পুরস্কারের তালিকা

১ম—ওপেল রেকর্ড ১৯৫৯ মোটর গাড়ী
২য়—ফিলিপস বাইসাইকেল
৩য়—সিঙ্গার সেলাই কল
৪র্থ—বড় আয়নাসহ আলমারী
৫ম—মারফী রেডিও
৬ষ্ঠ—টেবিল ফ্যান
৭ম—চায়ের সেট এবং কনসোলেশন প্রাইজ হিসাবে আটটি তিব্বত বিউটি সেট।

এই সমস্ত আকর্ষণীয় পুরস্কার লাভের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হ্রাসকৃত মূল্যে তিব্বত প্রসাধন দ্রব্যাদি ক্রয় করুন।

## তিব্বত উৎকৃষ্ট প্রসাধনী

**কোহিনূর কেমিক্যাল কোং লিঃ, করাচী—ঢাকা**

প্রস্তুতকারক:—বিখ্যাত তিব্বত স্নো, তিব্বত টুথপেষ্ট, তিব্বত টেলকাম পাউডার, তিব্বত হেয়ার অয়েল, তিব্বত টয়লেট সাবান এবং অন্যান্য জনপ্রিয় প্রসাধন দ্রব্য ও সাবান।

UNITED



# বেগম

১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা—রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৬—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০—৩০শে সাবান, ১৩৭৯ হিঃ


## মাহে রমজান

বৎসর ঘুরে আবার এলো মাহে রমজান, আত্মসংযমের পবিত্র মাস। সুদীর্ঘ এক মাস ব্যাপী সংযমের আগুনে পুড়ে খাঁটি হবে পাপ-গ্লানি-জর্জরিত মানুষের মন। মাহে রমজান তাই মানুষের মুক্তির ফরমান, পবিত্র ও সুন্দর জীবন রচনার শ্রেষ্ঠতম পথ। রোজার মাসকে মোবারকবাদ জানাই আমরা।

আত্মসংযম ছাড়াও মুসলমানদের জীবনে মাহে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেকখানি। সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনরূপ পানীয় বা আহার গ্রহণ না করে সুদীর্ঘ এক মাস দুনিয়ার মুসলমান যে কঠোর নির্দেশ প্রতিপালন করে, তাতে আল্লাহ্ তায়ালার উপর তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাসের মূল্য নিরূপিত হয়। আজকের বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্য আর জড়ত্বের দিনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-র উপর মানুষের এই বিশ্বাসের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী।

অন্যদিকে, রমজানের সংযম-অভ্যাস কেবলমাত্র বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে রোজা ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। সমাজের ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই রোজা পালনের মধ্য দিয়ে সর্বহারার উপবাসের জ্বালা অনুভব করেন। মানুষের মধ্যে সাম্য-রচনা প্রচেষ্টার এরূপ বাস্তব-সম্মত নজীর দুনিয়ার আর কোন ধর্ম মত বা আদর্শে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

বিশ্বাসী মুসলমানরা রমজানের পবিত্র উপবাস পালনের মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবেন বলে আমরা আশা করি।

——

## প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী সাফল্য

ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের ৮০ হাজার সদস্যের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ শতকরা ৯৮ জনের ভোটে দেশের গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে তিনি পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের গৌরব লাভ করলেন।

এই নির্বাচন থেকে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের উপর দেশবাসীর গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ শাসন পরিচালনা এবং জাতীয় সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কার্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বলিষ্ঠ ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশবাসী তাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা দিক থেকে ইহার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের নির্বাচনী সাফল্যে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করে ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট শাসনতন্ত্র কমিশনের নিযুক্তি ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, শাসনতন্ত্র কমিশন পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী সরকারের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করবেন। শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের লক্ষ্য হবে—ন্যায়নীতি, সাম্য এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ইসলামী নীতিভিত্তিক এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম, জাতীয় ঐক্য সংহতকরণ, মজবুত ও স্থিতিশীল সরকারী কাঠামো প্রবর্তন। এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে দেশবাসীর আশা-আকাংখার বাস্তবায়ণ নিশ্চিতই সম্ভব হবে। তাছাড়া দেশের গণতান্ত্রিক রূপও এই শাসনতন্ত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। সুতরাং নব নিযুক্ত শাসনতন্ত্র কমিশনকে যথাসাধ্য কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করতে হবে।

——

## যক্ষ্মা নিরোধ

গত সপ্তাহে করাচীতে জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির চার দিবসব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে কাউন্সিল সদস্য ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশুরক্ষা তহবিল (ইউনিসেফ), এশিয়া ফাউণ্ডেশন, 'কেয়ার' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক জন-কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধিগণও যোগদান করেন।

এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তান জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির নিকট প্রেরিত এক বাণীতে যক্ষ্মা রোগকে দেশের জনস্বাস্থ সংক্রান্ত একটি প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্ট যক্ষ্মা নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় স্তরে উদ্যোগ-আয়োজন পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন

এই সংগে সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ রিয়াজ আলী শাহ দেশে যক্ষ্মা রোগের ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা যথার্থই ভয়াবহ। ডাঃ রিয়াজ আলী বলেছেন যে, পাকিস্তানের প্রায় ১০ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত বলে আশংকা করা হচ্ছে। প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ লোককে এই প্রাণঘাতী রোগে মৃত্যু বরণ করতে হয়। খুব কম করে ধরলেও দেখা যায় যে, যক্ষ্মা রোগে পাকিস্তানে ১৬০ কোটি টাকা পরিমাণের জাতীয় আয়ের অপচয় হচ্ছে। ডাঃ রিয়াজ আলী আরো বলেছেন যে, যক্ষ্মা রোগ হতেও আরোগ্য লাভ সম্ভব। তাঁর মতে, সুলভ মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দান, শিক্ষা ও ব্যাপক বি- সি, জি, টিকা দ্বারা এই রোগ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

প্রকাশ, পাকিস্তান জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি বর্তমানে ১৩টি যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। শীঘ্রই দেশের বভিন্ন স্থানে আরো কতিপয় চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করছেন।

যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ রিয়াজ আলী সমগ্র দেশে দশ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা সঠিক হলে সমিতির পরিচালিত মাত্র ১৩ কিম্বা আরো ওটি কয়েক যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র এই সর্বনাশা রোগ নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে কতটা সফল হবে, তা যথার্থই ভাবনার বিষয়।

বস্তুতঃ, যক্ষ্মা রোগ আজ আমাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ ও সর্বনাশা বিপদ স্বরূপ। দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। জাতীয় আয়েরও অনেকখানি কেবল যক্ষ্মা রোগের জন্য বিনষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া, দেশের সর্বত্র যেরূপ ব্যাপকভাবে এই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এই কারণেই


( পর পৃষ্ঠায় দেখুন )

প্রবন্ধ

# রোজার তাৎপর্য

বেগম রওশন আরা ইসমাইল

রমজানের পবিত্র রোজাকে বলা হয়ে থাকে ইসলামী আদর্শের অন্যতম স্তম্ভ। এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ধর্মের ন্যায়-নীতির সংগে মানুষের জীবনের যে সম্পর্ক অর্থাৎ সমাজে সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ধর্মের অন্যান্য নির্দেশ যতটা কার্যকরী, রমজানের উপবাস পালনের মাধ্যমে সংযম-অভ্যাসের প্রচেষ্টাও তার চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এ স্থলে কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অপরের অন্যায় সাধন করা, কাম-ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতির প্রভাবে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কার্যে নিযুক্ত হওয়া ঘোরতর অন্যায় বা পাপ বলে বিবেচিত। এরূপ অপরাধ বা পাপের জন্য ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মমতেও শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক পন্থা ইসলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্মীয় আদর্শে পাওয়া যায় না। রমজানের উপবাস পালনের ব্যবস্থাই হচ্ছে উল্লেখিত পাপ স্খালনের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ইসলামী বিধান। কারণ, রমজানের রোজা পালনের অর্থ কেবল উপবাস উদ্‌যাপন নয়। খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সংগে সংগে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল অন্যায়-অপরাধ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকার সংযম-অভ্যাসই হচ্ছে রোজা। একদিকে উপবাস পালন এবং অন্যদিকে সংযমহীন জীবনযাপনের নাম রোজা নয়। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় যে, রোজার সংযম পালন করলে মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা কিম্বা অন্য কোন অপরাধমূলক কার্যে নিযুক্ত হওয়ার কোনরূপ অবকাশ থাকে না। বরং, এর দ্বারা মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন রচনার যথার্থ সুযোগ পেতে পারে। রোজার তাৎপর্য এই কারণেই ইসলামের অন্যান্য মূল বিধানসমূহ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

পবিত্র কোরানে রমজানের উপবাস পালনের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, 'তোমরা যারা বিশ্বাসী, তাদের উপর রোজা প্রবর্তিত হোল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরেও প্রবর্তিত ছিল; ইহা তোমাদের পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত হতে সাহায্য করবে।' রমজানের উপবাসকে যাঁরা মুসলমানদের উপর আল্লার একটি নির্দেশমাত্র বলে ধারণা করেন, কোরানের এই উক্তি থেকে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও পৃথিবীর মানুষ উপবাস পালন করতো। কিন্তু সে উপবাস রমজানের উপবাসের ন্যায় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না এবং তার উদ্দেশ্যও ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। সে সময় উপবাস পালন করা হোত অন্যায় বা পাপ কার্যের শাস্তি হিসেবে। অর্থাৎ মানুষ সমাজে কোন অন্যায় বা অপরাধ-মূলক কাজ করলে দেবতার সম্মুখে অপরাধী বলে বিবেচিত হোত এবং এই অপরাধের কঠোর শাস্তি যাতে তাকে ভোগ করতে না হয় তার জন্যে উপবাস পালনদ্বারা দেবতাকে খুশী করার চেষ্টা করা হোত। কিন্তু এ সকল উপবাসে সংযম অভ্যাসের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে আত্মসংযমের জন্যও অবশ্য ইসলাম ব্যতীত কোন কোন সম্প্রদায়ে অনশন উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার ব্যবস্থা নেই বলে এবং সেই উপবাসের স্থায়িত্বকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে যথার্থ সংযম দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের খুব সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে উপবাসকে প্রধানতঃ প্রায়শ্চিত্যমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

অথচ ইসলামী বিধান অনুযায়ী রমজানের উপবাসকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা প্রায়শ্চিত্য বলে গ্রহণ করা হয় না। রমজানের অনশনে রয়েছে সম্পূর্ণ মানবীয় এবং আদর্শমূলক পন্থা। মানুষ সংযমের আগুনে পুড়ে খাঁটি হওয়ার এবং পরিপূর্ণ জীবন গঠনের সুযোগ পায় এখানে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল বৃদ্ধির পক্ষেও রমজানের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক—জীবন ধারণের পক্ষে খাদ্য ও পানীয় মানুষের নিকট সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহই খাদ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে। খাদ্যের অভাবে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কল-কারখানা সব কিছুই অচল হয়ে পড়ে। প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলেন, খাদ্যের লোভই হচ্ছে প্রাণীদের সব চেয়ে বড় লোভ। রমজানের অনশন পালনের জন্য সুদীর্ঘ ১২ ঘন্টারও অধিক সময় এই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে হয়। সুতরাং এ সংযম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংযম এবং খাদ্য গ্রহণ না করার এ সঙ্কল্প প্রবল ইচ্ছশক্তি ও দৃঢ় মনোবলের পরিচায়ক। যে মুসলমান এতটা দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যায়-পাপ-গ্লানি মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় তাকে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। রসুলুল্লার জীবন এ দিক থেকে একটি জলন্ত উদাহরণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জৈবিক ধর্মকে জয় করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর গৌরবোজ্জল জীবনে কখনো সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। সংযমের কঠোরতায় উত্তীর্ণ হয়ে সার্থক ও পরিপূর্ণ জীবন গঠন করতে পেরেছিলেন তিনি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অভাব-দারিদ্র, শত্রুর অত্যাচার-জুলুম, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর অবিচার—কোন কিছুই তাঁর সংযমের দৃঢ় ভিত্তি টলাতে পারেনি। মানুষের জীবনে এ এক কঠিন পরীক্ষা। সংযম ব্যতীত আর কোন শক্তির সাহায্যে এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরানে আল্লা বলেছেন, "আমি তোমাদের ভয়-ভীতি এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা পরীক্ষা কোরব।" আল্লার এই পরীক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি, মনোবল তথা সংযমের মূল্য নিরুপণের পরীক্ষা।

রমজানের উপবাসের বৈজ্ঞানিক মূল্যও অনুধাবন করার মত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দেহের সুস্থতা রক্ষার জন্য উপবাস একান্ত অপরিহার্য। কথিত আছে যে, আবিসিনিয়ার রাজা আরবের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এক সময় মক্কা নগরীতে বিনামূল্যে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রেরণ করেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সফর করে কোথাও কোন রোগীর সন্ধান পাননি। অতঃপর আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁরা এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং জানতে পারেন যে, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ রমজানের উপবাস পালন করেন বলে (এ সময় উল্লেখিত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়) সাধারণতঃ তাদের কোনরূপ রোগে ভুগতে হয় না। চিকিৎসকগণ সংগে সংগে এই ধারণার যথার্থতা যাচাই করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাঝে মাঝে উপবাস পালনের ফলে খাদ্যের সমতা রক্ষিত হয় বলে স্বাস্থ্যের কোনরূপ অবনতি ঘটেনা।

প্রত্যেক সুস্থ ও পরিণত বয়স্ক মুসলমান নর-নারীর পক্ষেই রোজা রাখা 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য। শিশু বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তিকে অবশ্য এই সংগ্রাম-পরীক্ষা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কঠিন পরীক্ষা হলেও এই রোজার মধ্য দিয়েই মানুষ আল্লার সংগে নিকটতম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যিনি রোজা রাখেন, তিনি ইচ্ছা করলে দিনের বেলায় যে কোন সময় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষের অসাক্ষাতে বা গোপনে আহার্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাসী মুসলমান যাঁরা অর্থাৎ রোজার আদর্শকে যাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন, অনুরূপ কাজে তাঁরা কখনো স্বীকৃত হবেন না। এর একমাত্র কারণ এই যে, প্রত্যেক মুসলমানই মনে প্রাণে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অনুভব করেন এবং গোপনে খাদ্য গ্রহণ করলে তাঁর দৃষ্টিতে ফাঁকি দেওয়া চলবে না বলে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস ও নৈকট্য অনুভবের ফলেই মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভ করতে পারে।

—

## যক্ষ্মা নিরোধ

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

ইহাকে দেশের জনসাধারণের জীবনে একটি বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর জীবনে নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে যক্ষ্মা নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই এ ব্যাপারে এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পাকিস্তান জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি যক্ষ্মা নিরোধকল্পে অবশ্য জাতীয় স্তরে উদ্যোগ-আয়োজন পরিচালনা করছেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা আরো জোরদার এবং আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ রিয়াজ আলী সুলভ মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দান, শিক্ষা ও ব্যাপক বি-সি-জি টিকা দ্বারা যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণের যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা কার্যকরী হলে দেশবাসীর জীবন থেকে এই অভিশাপ দূর করার প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হতে পারে।

—

# গল্প

## মন্দাকিনী

রাজিয়া মতিন

—বেরিয়ে যা সবনাশী আমার ঘর থেকে।

—আকরামের আক্রোশভরা কণ্ঠ শোনা যায়। রাতের অন্ধকার রহিমার চোখের পানির সাথে মিশে এক হয়ে যাচ্ছিল। রহিমার বর্ষণমুখর মনে আকরামের বজ্রনির্ঘোষ আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত আকরাম মনের ঝাল ঝাড়ে বাড়ীতে।

রাতের আঁধার কেটে গিয়ে পূর্বাকাশে দেখা দেয় আলোর রেখা। বিহঙ্গকূজনে জীবন যাত্রার শুরু হয়। কিন্তু রহিমার ভাগ্যাকাশের বর্ষণ আর ঝড় থামেনি। সারারাত রহিমা কেঁদেছে আর ভেবেছে, কয়েক বছর আগে একেই অবলম্বন করে সে সংসারে ঢুকেছিল—বড় আশা আর সাধ বুকে নিয়ে। নব বধূর ব্রীড়াবনত চোখেমুখে ছিল সেদিন পুলক আর নারীত্বের মহিমা। আর তরুণ আকরামের সর্বাঙ্গ ছেয়ে ছিল এক অপরিসীম তৃপ্তি। সামান্য দোকানদার হলেও তার বৌ লেখা-পড়া জানে—রুমালে ফুল তুলতে জানে আবার রঙ ও টুকটুকে। আকরাম আনন্দ বিহ্বল হয়ে বসে,—কন্যা, তোরে কই রাখুম—দিশা পাইনা—এই রহম রূপ খালি দুর্গাপূজার সময় দেবীগো দেখছি—।'

পুঁথি পড়তে ভালবাসত আকরাম। তার মনে যে রাজকন্যা বাসা বেঁধেছিল সেই যেন রহিমা। তাই আকরাম তাকে সোহাগ করে বলতো তুই আইলি কন্যা, তোরে সোনার খাটে বসাইয়া রূপার খাটে পা রাখাইতে মন চায়, আর মন চায় সারা জনম তোর চাঁদমুখ দেখি: মরণ যদি আসে কোনদিন দুইজনে একসঙ্গে মরুম।'

...রহিমা লেখাপড়া জানা মেয়ে, গরীবের মেয়ে বলেই মা বাবা বাধ্য হয়ে সামান্য দোকানদারের হাতে তাকে তুলে দিয়েছিলেন। মা-বাবা দোয়া করেছিলেন,—'তোমার গুণে তুমি তোমার সংসারে সোনা ফলাবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।' মা-বাবার দোয়া মাথায় নিয়ে আকরামের সাথে রহিমা পা বাড়াল নবজীবনের পথে—পুরুষ ও নারীর চিরন্তন প্রবৃত্তি কামনা, বাসনা, সাধনা সব মিলে গড়ে তুলবে ছোট্ট সোনার সংসার। - - - - রহিমার অভাব কিছুই নেই,—তার আছে প্রেম বিহ্বল স্বামী, সুন্দর গোছানো সংসার আর ফুলের মত ছোট একটা শিশু।

• •

—ফিরে এসে যেন তোর অলুক্ষণে মুখ না দেখি—বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। আকরামের তিক্তস্বর শোনা যায়।

এক নিমিষে রহিমার ভাবনার সূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বুক খান খান হয়ে ভেঙ্গে যেতে চায় যেন। আকুল বেদনায় বাত্যাহত লতার মত রহিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শিশুপুত্রের ঘুম ভেঙ্গে যায়—সরল শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে তীব্র আর্তনাদ করে উঠে—ততক্ষণে আকরামের সাইকেল দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

রহিমা শিশুপুত্রটিকে সরিয়ে দেয়—'যা হতভাগা, তোরা আমার কেউ নয়। তোদের জন্য জীবনপাত করলাম—সমস্ত সত্বা বিলিয়ে দিয়েও আজ আমি অলুক্ষণে।'

ক্ষোভে দুঃখে রহিমা পাগল হয়ে যায় যেন। ভারাক্রান্ত দেহমন নিয়ে সে দাঁড়াল—হাঁ সত্যিই চলে যাবে সে—যে দিকে দুচোখ যায়। তবুও আকরাম সুখে থাকুক, সংসারে শান্তি আসুক, ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুর চোখের সামনে যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। রহিমা আঁচল থেকে চাবী নিয়ে বাক্স খোলে। সে কিছুই নিয়ে যাবেনা—গয়না, শাড়ী কোনদিন সে চায়নি। বিয়ের বেনারসী শাড়ীর নীচ থেকে টেনে বের করলো শুকনা গোলাপ মালা জড়ানো লায়লা-মজনু বইটি। ফুলশয্যার রাতের ছবি ভেসে উঠলো তার চোখে। তরুণ আকরাম রহিমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বেনারসীর ঘোমটা খুলে দিয়ে অপলকনেত্রে চেয়ে ছিল তার গোলাপী লাজনম্র মুখপানে। দু'জনের চোখেই ছিল আনন্দাশ্রু। তরুণ আকরাম পেয়েছে তার জীবনমরণ সাথীরূপে রূপসী, ষোড়শী রহিমাকে। রহিমা পেয়েছে তরুণ, সুপুরুষ স্বামী—তার নারী জীবনের সার্থকতার প্রথম ধাপে সেইদিন রহিমার পদক্ষেপ। —রহিমার শিহরিত তনুতে মিশে যেতে চেয়েছিল আকরাম, আর কূজনধ্বনিতে জানাতে চাচ্ছিলো তরুণ হৃদয়ের প্রথম প্রেম রহিমার মেহদীরাঙা হাতের সলাজমুঠিতে তুলে দিয়েছিলো সেদিন এই 'লায়লামজনু' বইখানি অনুরাগে রাঙানো। রহিমা যেন নিজকে নতুন করে চিনলো বুঝলো তার নারীত্বের মহিমা—মাধুর্য। দু'চোখ মুদে সে সেদিন আকরামের সোহাগস্রোতে নিজকে একান্ত করে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

—মা, অ—মা।

—ছোট্টশিশু অকস্মাৎ মাকে আবিষ্কার করে স্তূপীকৃত বস্ত্ররাশির মাঝে। রহিমা সম্বিত ফিরে পায়। না—না সব মিথ্যা—তবু কেন রূঢ়বাস্তবের কঠোর আর নিকরুণ রূপ ধরে আজ তার সন্তান তাকে আহ্বান করছে। ব্যর্থজীবনের বেদনার আক্রোশে দু'হাতে নিষ্ঠুরভাবে ছিঁড়ে ফেলে দেয় 'লায়লামজনু' ছিন্নভিন্ন করে দেয় গোলাপমালা আর সোনালী জরীর বেনারসী। আর পারে না রহিমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁকিয়ে কেঁদে উঠে। কোথায় যাবে সে?

দু'হাতে চোখের পানি মুছে সন্তানহারা ব্যাঘ্রীর মত রহিমা বুকে ঝাপটে ধরে ছেলেকে। এ সংসার তার—এ সংসার সে নিজের হাতে সাজিয়েছে। স্বামী টাকা রোজগার করছে সত্যি কিন্তু এ সংসার এ সন্তান তার রক্তে তিলেতিলে গড়ে উঠছে। সে সন্তানকে মানুষ করবে আদর্শ মা হবে হবে আদর্শ নারী। কিছুতেই পুরুষের অন্যায় মাথা পেতে নেবে না। নিজের সংসার ফেলে সে কোথায় যাবে? না—আকরাম ভুল করেছে বলে সে ভুল করবেনা। আকরাম ব্যবসায়ী—পুরুষ—বাস্তববাদী—তার বহির্জগতের লাভলোকসানের জের সে রহিমার উপর বর্ষণ করে।

বিকেলের পড়ন্তরোদে ছেলে কোলে নিয়ে রহিমা উদাস নয়নে বসেছিল। হঠাৎ শুনতে পেল সাইকেলের ঘণ্টা। আকরাম ফিরে আসছে। কিন্তু বড় বেশী যেন ক্লান্ত আর বিষণ্ন। রহিমার মায়া হয়। আকরাম বিষাদভরা চোখে রহিমার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে চোখে ক্ষমাভিক্ষার অশ্রু।

রহিমা এ অসহায়কে ছেড়ে কোথায় যাবে?

—

## আশা পূরণ

বদরুন্নেসা আবদুল্লা

মধ্য রাত্রির মৌন স্তব্ধতার শান্তি ভঙ্গ করে আফিয়ার ক্লিষ্ট ক্ষীণ কাতরানির শব্দ আশরাফকে ব্যাকুল করে তোলে। আশরাফ তার শয়ন কক্ষে অস্থির অশান্ত ভাবে পায়চারী করছিল। সময় যত দীর্ঘ, বিলম্বিত হয় আশরাফের মনের অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যায় সমান গতিতে। তার পর এক সময় রাত্রির বুকে স্তব্ধতা নেমে আসে। কয়েক মুহূর্তের জন্য চারদিকে বিরাজ করে এক মৌন, গম্ভীরপরিবেশ। এই কয়েক মুহূর্তকেই মনে হোল যেন রাত্রির অন্ধকার গভীর ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু তার পরেই বাড়ীখানাকে সচকিত করে তুলল পৃথিবীরই এক মানব শিশুর কণ্ঠ স্বর।

শিশুর চিৎকারে দরজার সামনে গিয়ে আশরাফ অধীর আগ্রহে কান পেতে থাকে। বাড়ীর সবাই আফিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত। পুরো দুই দিন দুই রাত্রি ধরে আফিয়ার অশেষ যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হয়েছে মনে হচ্ছে। ক্ষীণ কাতরানির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু আশরাফের অস্থিরতা শুধু আফিয়াকেই কেন্দ্র করে না, তার পেছনে আরও গূঢ় রহস্য আছে, তা বোঝাবার মত যে তার বন্ধুও কেউ নেই।

সেও যে আফিয়ার যন্ত্রণার সাথে পাল্লা দিয়ে দুই দিন দুই রাত্রি ধরে এই ঘরখানার মধ্যে পায়চারি করে কাটিয়ে দিল তাকি শুধু এমনিই। একটা সংবাদ মাত্র, আর এই সংবাদটার উপরই তার অনেক কিছু নির্ভর করছে।

বাপের সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে তার একটী পুত্র সন্তানের খুবই প্রয়োজন। খোদা তাকে একবার দু'বার নয়, আটবারই তা থেকে বঞ্চিত করলেন। আফিয়া পর পর আটটি কন্যা ভূমিষ্ঠ করে প্রায় নিরাশ করে দিয়েছে।। আজ যদি তার আব্বা বেঁচে থাকতেন তবে হয়ত এ দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হোত না। আর তা ছাড়া পুত্র সন্তানের মুখ দেখবার বাসনা তারও ত কম নয়। বৃদ্ধ নানু এই বিপুল সম্পত্তি হয়ত শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র মেয়ের ছেলেকেই উইল করে দেবেন যদি না এবারও আফিয়া একটী পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে না পারে। দাদু মৃত্যুর সময় উইল করে গেছেন, তার জমিদারির তিন-চতুর্থাংশ পাবে পুত্র এবং কন্যার পুত্ররা। এর কারণও ছিল যথেষ্ট, আশরাফ এবং আশরাফের বোন উচ্চ শিক্ষা আর আধুনিক চালচলন বৃদ্ধ দাদুর পূর্ব মত-

(৯ম পাতায় দেখুন)

# কবিতা

## সে নক্ষত্র
( সনেট )
### লতিফা হিলালী

অন্ধকার কেঁপে ওঠে স্তব্ধ মৌন আকাশের তলে
আলোড়িত বেলাভূমি অব্যক্ত সে গূঢ় যন্ত্রণায়
চেয়ে থাকে যে নক্ষত্র দূরে শৈল শিখর চূড়ায়
অরণ্যের বন্যগাঢ় অন্ধকারে মুছে নেবে বলে।
জেগে আছে নির্নিমেষ (চিরধ্রুব) প্রাণ শিখা জ্বলে—
দ্বীপে দ্বীপে প্রান্তরে সে রূপালি আলোর কণায়
স্বপ্নভরে নীলোৎপল, মুগ্ধ দু'টি চোখের পাতায়
নতুন আলোর পাখি পূর্বাসার কোলে উড়ে চলে

সে নক্ষত্র মোছে নাতো, হারায় না কোন সিন্ধু তীরে
হিম ছোঁয়া পৃথিবীর প্রজাপতি ওড়া নীল দিনে
রোদের পরাগ হয়ে নরম মাটিতে ঝরে ভোরের শিশিরে
সূর্যমুখী ফুল তাই ফোটে জীবনের সবুজ বিতানে
যে নক্ষত্র জ্বলে একা শীতরাতে কুয়াশায় মনের তিমিরে
আমার সকল গান উচ্ছ্বসিত তার দিকে সারা রাত্রি দিনে ॥

———

## একটি মেয়ের গল্প
### মোকসেদা বেগম
( তৃতীয় পর্ব )

তবু বসন্ত এল
ওর জীবনে
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে
বিচিত্র রঙের সমারোহে
ভরে গেল পৃথিবী।
এক ফোঁটা অবাক মন
দুলে দুলে দিশাহারা
যেন বর্ষার নদীটি—
শ্রাবণের ধারা পেয়ে
এক নিমেষে টই টুম্বুর।
ছোঁয়া দেয় অথচ ধরা যায় না।
বাংলা মায়ের সুচিস্নিগ্ধ মেয়ে
তুলনা চলে তার
ভোরের শিশিরের সঙ্গে
অথবা পড়ন্ত বেলার
শেষ মিনতির সঙ্গে
এতটুকু যতি নেই
দেহ মনের আগাগোড়া
শুধু সোনায় গড়া।

স্বামীকে সে দিলে প্রেম
বিপুল বরমাল্যে সাজিয়ে—
পুষ্প স্তবকের নৈবেদ্যে।
একটি অমৃত হাতের পরশে
রাতে রাতেই
নর পেলো দেবতার আসন।
সংসারে এ প্রেম বড়ই দুষ্প্রাপ্য
যা শুধু মেয়েরাই দিতে পারে
বাংলা দেশের সাধারণ মেয়ে
ভাগ্য যাদের উপর
চিরকাল রুষ্ট।
তারপর ক্রমশঃ গড়িয়ে চলে
দুরন্ত দিনের চাকা
কলের পুতুলের মত
বোবা নিশ্চল।
নিস্ফল আবেদনে
পাখা ঝাপটায়
মন-কুহরা
শেষ হয় না ছয় ঋতুর
ক্রমাগত আসা যাওয়া।
পুরানো কালের সেই মেয়েটি
ইতিমধ্যে অনেকটা বড়
স্বামীর ছোট সংসারে
রীতিমত সম্রাজ্ঞী
চার দেয়ালের মাঝে
যার গতিবিধি
জানে না বাইরের খবর।
দুপুরের চন্‌চনে রোদে
মন বসেনা কাজে
বাইশ বছরের শিল্পী মন
অকারণে মুখর হতে চায়।
কিন্তু সস্তা প্রয়োজনের সাথে
যার দু'বেলা আপোষ
সে কি বুঝবে তা
বিশেষতঃ স্বামী যদি হন অঙ্কের মাষ্টার।
ছুটির অবসর ?
মেলেই কিনা
আর মিললেও তা কতটুকুই বা ॥

( চলবে )

———



# বিজ্ঞান

## গ্রীষ্মীয় আবহাওয়ায় তেজস্ক্রিয় ভস্মের প্রভাব

প্রকাশ, ফরাসী সরকার কর্তৃক সাহারায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে শীঘ্রই পাকিস্তানের উপর দিয়ে তেজসক্রিয় ভস্মবাহী মেঘপুঞ্জ প্রবাহিত হবে এবং উহা পাকিস্তানের জনগণের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে তেজস্‌ক্রিয় ভস্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য পাকিস্তানের অনুবিজ্ঞানিগণ গভীর উৎকন্ঠার সাথে পানি ও ফলমূল পরীক্ষা করছেন। পাকিস্তানের আণবিক শক্তি কমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে উক্ত পরীক্ষা কার্য চালানো হচ্ছে। পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, তেজস্‌ক্রিয় ভস্মবাহী মেঘপুঞ্জ শীঘ্রই পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে।

সম্প্রতি 'ওয়াশিংটন পোষ্টে' প্রকাশিত খবরে জানা যায় তেজস্‌ক্রিয় ভস্মবাহী মেঘপুঞ্জ মিসর, তুরস্ক, সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং ভারতের দিকে প্রবাহিত হবে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, কোন এলাকায় অসময়ে এই মেঘপুঞ্জ হতে বৃষ্টিপাত হলে তেজস্‌ক্রিয়তার প্রভাবে উক্ত এলাকায় কুফল দেখা দিতে পারে। এরূপ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকবার সংঘটিত হয়েছে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ হতে বলা হয়েছে, আগামী দু'চারদিনের মধ্যে পাকিস্তানে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এথেন্স হতে এক খবরে প্রকাশ, সাহারায় আণবিক বিস্ফোরণের ফলে গ্রীসে তেজস্‌ক্রিয় ভস্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীক আণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করেছেন, তেজস্‌ক্রিয়া ভস্মযুক্ত পানি, ফলমূল ও তরিতরকারীর উপর পতিত হওয়ার পর মানুষ উহা ভক্ষণ করলে তা মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এর ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বিকলাঙ্গ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

———

## টেলিভিশনের নূতন লেন্স

যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন ক্যামেরার জন্য একটি নুতন 'ম্যাজিক আই' জুম লেন্স আবিষ্কার করেছে।

ষ্টুডিওতে অথবা বাইরের কোন অনুষ্ঠানের দৃশ্য টেলিভিশনে পাঠাতে হলে লেন্সের যত রকম রেন্‌জ ভিশন থাকা উচিত, এই নুতন লেন্‌স-এ তার সব কিছুই আছে।

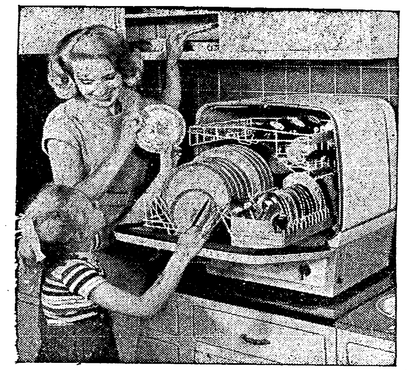

এখন হতে বাইরের কোন অনুষ্ঠান, যেমন একটি খেলার দৃশ্য টেলিভিশনে পাঠাতে হলে একটি ক্যামেরা দিয়েই চলবে। এতদিন পর্যন্ত এর কম কাজে দুটি ক্যামেরা লাগতো।

প্রস্তুতকারকগণ আশা করেন যে, টেলিভিশন ক্যামেরার উন্নয়নে এই নতুন লেন্স বিশেষ সহায়ক হবে।

লাইসেষ্টার এর একটি প্রতিষ্ঠান এই লেন্‌স উদ্ভাবন করেছে।

———

## মহাশূন্য ভ্রমণের আগ্রহ

চন্দ্রে যাওয়ার পাসপোর্ট ধারী বলে খ্যাত রাশিয়ার মহিলা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপিকা আলা মাসেভিচ লণ্ডনে বলেছেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন অংশ হতে ১৫ সহস্রাধিক লোক সোভিয়েট রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অধ্যাপিকা মাসেভিচ বর্তমানে বৃটেনে বক্তৃতা সফর করছেন। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এসব আবেদনের মধ্যে অনেকগুলি খুব চিত্তাকর্ষক। কেউ কেউ লিখেছেন তাঁরা যে স্বাস্থবান তৎসম্পর্কে তাঁদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট রয়েছে।

অধ্যাপিকা মাসেভিচ ১৯ ৭ সালে স্পেনের বার্সেলোনায় আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মেলনে 'চন্দ্রে যাওয়ার পাসপোর্ট ধারী মহিলা' এই খেতাব প্রাপ্ত হন।



বৃটেনে তৈরী থালা ও বাসনপত্র পরিষ্কার করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। ময়লা ও এঁটো থালা, বাটি, বাসনপত্র ইত্যাদি এই যন্ত্রে সন্নিবেশিত তাকে রেখে বোতাম টিপে দিলেই আপনা থেকে এগুলো পরিষ্কার হয়ে শুকিয়ে যায়।

## উড়ন্ত দূরবীণযোগে মহাশূন্যের চিত্র গ্রহণ

মাহশূন্যের চিত্র গ্রহণ এবং অতি বেগুনী রশ্মির তীব্রতা পরিমাপ করার জন্য স্কাইলার্ক রকেটের শীর্ষ দেশে সন্নিবেশ করার মত উড়ন্ত দূরবীক্ষণ নির্মাণের কাজে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিগ্যানিগণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছে।

উক্ত কলেজের মহাশূন্য গবেষক দলের নেতা ডাঃ আর, এল, এফ, বয়েড বলেন যে, 'এ ছাড়াও আমরা তারকার পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে, এমনকি নূতন তারকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো বলেও আশা পোষণ করি'। গত ৯ মাস যাবৎ ৫ জন বিগ্যানীর একটি দল ডঃ বয়েডের নেতৃত্বে উড়ন্ত দূরবীক্ষণ সম্পর্কে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার উমেরা রকেট রেঞ্জ হইতে স্কাইলার্ক রকেটযোগে উক্ত দূরবীণ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হবে।

———

## পরলোকে সোভিয়েট পদার্থ বিজ্ঞানী

সোভিয়েট পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ আইগর কুরশ্যাটফ পরলোকগমন করেছেন বলে সোভিয়েট বার্তা প্রতিষ্ঠান 'তাস'এর খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৮ বৎসর হয়েছিল। ডাঃ কুরশ্যাটফকে রাশিয়ার অণুবিজ্ঞানীদের অন্যতম বলে অভিহিত করা হয়।

অধ্যাপক কুরশ্যাটফ সোভিয়েট বিগ্যান একাডেমীর সদস্য ও আণবিক শক্তি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন।

ডাঃ কুরশ্যাটফ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ও উচ্চতম সোভিয়েটের প্রতিনিধিও ছিলেন।

———

**বেকারের বন্ধু—**

এই পুস্তকে শতাধিক বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ফরমুলা দেওয়া হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ঘরে বসিয়া অনায়াসে মাসে ২০০।৩০০৲ টাকা উপার্জন করিতে পারিবেন। মুল্য ১।০ আনা, মাশুল ।।০ আনা।

**আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার**

ইহাতে যাবতীয় মিঠাই প্রস্তুত করিবার নিয়ম প্রণালী অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। মল্য ৮৵০ আনা, মাশুল ।।০ আনা। ( উভয় পুস্তক একত্র লইলে মাশুল ।।০ আনা )

লিখুন :—

**জাহানারা পাবলিশিং হাউস**

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, সিরাজগঞ্জ ( পাবনা )

# মহিলা জগত

## যক্ষ্মা প্রতিরোধকল্পে মিস জিন্নার আহ্বান

সম্প্রতি করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় যক্ষ্মা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে মিস ফাতেমা জিন্না যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অভিযানকে জাতীয় সংগ্রামরূপে পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন। মিস জিন্না ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন যে দেশ থেকে এই সর্বনাশা ব্যাধি সমূলে উৎপাটন করার পূর্বে কারো বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, যক্ষ্মা সমিতিকে রোগের প্রতিরোধ ও আরোগ্য-মূলক পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। তাঁর মতে, যক্ষ্মার সহিত সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির সামগ্রিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে এই সকল সমস্যা দূরী-করণের বাস্তব পন্থা গ্রহণ করলেই দেশ থেকে যক্ষ্মা দূরীকরণ সম্ভব হতে পারে।

দেশের অভ্যন্তর থেকে ওষধি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মিস জিন্না বলেছেন যে, এর ফলে শুধু পাকিস্তানীদেরই নয়, বিশ্বের সকল মানুষেরই উপকার সাধিত হবে।

মিস ফাতেমা জিন্না দেশের ক্ষয়রোগ নিরোধের কাজে নিয়োজিত পাকিস্তান জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতিকে ব্যক্তিগতভাবে ২৫ হাজার টাকা সাহায্য দান করেন।

---

## রাণী এলিজাবেথের ৩য় সন্তান লাভ

বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্প্রতি লণ্ডনের বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। ইহা রাণীর তৃতীয় সন্তান এবং এই সন্তান সিংহাসনের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী। রাণী এলিজাবেথ ও নবজাত রাজকুমার উভয়েই সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে। রাণী এলিজাবেথের বয়স ৩৩ বৎসর এবং তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবরার বয়স ৩৮।

শিশুর জন্মগ্রহণের পরেই বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের বাইরে এক বিজ্ঞপ্তি টানানো হয় এবং অপেক্ষমান দুই সহস্রাধিক লোক হর্ষধ্বনি প্রকাশ করে এই সংবাদকে অভিনন্দিত করে।

১৮৫৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা রাজকুমারী বিয়াত্রিসের জন্মগ্রহণের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় বৃটেনের রাজপরিবারের ইতিহাসে রাণী



রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

এলিজাবেথই প্রথম সন্তান লাভ করলেন।

ডিউক অব এডিনবরা সর্বপ্রথম পুত্র হওয়ার সংবাদ পান এবং সংগে সংগে তিনি টেলিফোনযোগে রাণীমাতা এলিজাবেথ এবং রাজকুমারী মার্গারেটকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। ডিউক তাঁর বিধবা মাতা গ্রীসের প্রিন্সেস এণ্ড্রুকেও টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।

রাণী এলিজাবেথের সেক্রেটারী কমনওয়েলথ দেশসমূহের গভর্ণর জেনারেলদের নিকট রাজকুমারের জন্মগ্রহণের সংবাদ প্রেরণ করেন। কমনওয়েলথ রিলেশনস দফতরের মন্ত্রী লর্ড হোম কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্র-সমূহে টেলিগ্রাম করে এই সংবাদ জানান।

---



পাকিস্তান সফরে আগত ইরানের রাজকীয় অতিথি মহামান্য শাহ্ ও রাণী ফারাহ্ দিবা।

## পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে বেগম বারকী

স্বাস্থ ও সমাজকল্যাণ সচিবের পত্নী বেগম ওয়াজেদ আলী বারকী নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির রাওয়ালপিণ্ডি শাখার উদ্বোধন করেছেন। বেগম বারকী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের জন্য পল্লী অঞ্চলের মহিলা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

মহিলাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব জনপ্রিয় করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন যে, দেশে জনসংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইহা রোধের জন্য চেষ্টা করা সকলের পক্ষে একটি জাতীয় কর্তব্য।

তিনি বলেছেন যে, শুধু মিত্যব্যয়িতা, শিশুপালন ও স্বাস্থ্যকরভাবে জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দানই নহে, সাধারণভাবে পল্লী উন্নয়কার্যে অংশ-গ্রহণের ব্যাপারে মহিলা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও দরকার। দেশের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। অতীতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সরকার বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ অতীতে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলের উপরই অধিকতর নজর দেওয়া হোত। বর্তমানে দেশ যে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, অতীতের অবহেলাই সম্ভবতঃ তার জন্য দায়ী। বর্তমান সরকার এই সমস্যা অবহিত হয়ে অতীতের ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর-ছেন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহায়তা করা দেশের প্রতিটি লোকেরই কর্তব্য।

---

## জাপানের রাজকুমারী সুগার বিবাহ

টোকিও রাজপ্রাসাদ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, আগামী ১০ই মার্চ জাপান সম্রাট হিরোহিটোর ২০ বৎসর বয়স্কা সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী সুগার সহিত জাপানী আমদানী-রফতানী ব্যাঙ্কের ২৬ বৎসর বয়স্ক কর্মচারী হিসানাগা সিমাজুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। রাজকুমারী সুগার বিবাহ 'সিনটো' প্রথায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

বিয়ের পর রাজকুমারী রাজপ্রাসাদে থাকার অধিকার থেকে বিলুপ্ত হবেন। জাপান সম্রাট এই বিবাহ উপলক্ষে জামাতাকে প্রয়োজনীয় যৌতুক প্রদান করবেন এবং কন্যাকে একটি বাড়ী তৈরী করে দেবেন বলে জানা গেছে।

---

## অষ্ট্রেলীয় তরুণীর ক্রীড়া-নৈপুণ্য

সিডনীতে মার্গারেট স্মিথ নাম্নী ১৭ বৎসর বয়স্কা জনৈকা তরুণী অষ্ট্রে-লিয়ান জাতীয় টেনিস খেলায় মহিলাদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেছেন। মিস স্মিথ প্রায় প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক খেলাতেই যোগদান করে থাকেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের আলবাড়ীর অধিবাসী তিনি।

---

## যুক্তরাষ্ট্রে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মহিলাদের কৃতিত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত অষ্টম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মহিলারা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। প্রতিযোগিতায় ৩০টি দেশের ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

মহিলাদের মধ্যে পেনিপিটো রেটসি স্মিথ ও নরউইচ ভামেণ্ট সপ্তম স্থান অধিকার করেন। ইটালীর বিশিষ্ট মহিলা প্রতিযোগী মিস পিনারিভাও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

---

## পাকিস্তান সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে মহিলা

জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদেও পাকি-স্তানী মহিলাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আজাদী লাভের পর ১২ বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যে মহিলাদের এরূপ কৃতিত্ব যথার্থই প্রশংসনীয়। এ দিক থেকে পাকিস্তান সরকারের ডেপুটি এ্যাকাউ-ন্টেণ্ট জেনারেল বেগম সলিমা আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ডেপুটি এ্যাকাউন্টেনট জেনারেলের দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন তিনি।

বেগম সলিমা আহমদের জন্মস্থান বাঙ্গালোর। মাদ্রাজে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনের পর বেগম আহমদ লণ্ডনে গমন করেন।

ছোটবেলা থেকে তাঁর আশা ছিল, তিনি বিদেশে কূটনৈতিক দফতরের দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগদান করবেন। এই আশা নিয়ে আজাদী লাভের পর ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তানে আগমন করেন এবং পাকিস্তানী সিভিল ও ফরেন সার্ভিস পরীক্ষায় যোগদান করেন। বেগম আহমদ পরীক্ষা কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তাঁকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন।

ফলে বেগম আহমদ বিশেষ হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং এ কাজে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বেগম সলিমা আহমদ

বেগম আহমদ ইহার পর ডেপুটি এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন।

বেগম আহমদ কতিপয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংগেও বিশেষভাবে জড়িত। তিনি করাচীর 'বিজনেস এ্যাণ্ড প্রফেশন্যাল উইমেনস ক্লাবের' প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বিশেষ সুখী। বেগম সলিমা আহমদের পরিবারে স্বামী ও দুইটি ছেলেমেয়ে বর্তমান। অবসর সময় তিনি স্বামী পুত্র কন্যার সান্নিধ্য কামনা করেন এবং তাঁদের সংগেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

---

( পর পাতায় দেখুন )




''মিস এয়ারওয়েজ ১৯৬০'' উপাধি প্রাপ্ত পি-আই-এ এয়ার হোষ্টেস মিস ফরিদা জাফরী। করাচী থেকে প্রকাশিত 'এ্যারো নিউজ' পত্রিকার উদ্যোগে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী করাচীর হোটেল মেট্রোপোলে এই ''মিস এয়ারওয়েজ'' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

## আশা পূরণ

(৫ম পাতার পর)

বিরুদ্ধ ছিল, সেজন্য দাদু ভেবেছিলেন তাঁর কষ্টের সম্পত্তি হয়ত এদের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে। সৎ নানু চায় না আশরাফ সম্পত্তির মালিক হোক আর বৃদ্ধ নানুর সে আশা মিটতে পারে আফিয়ার যদি —বার বারই কন্যা হয়।

আশরাফের আব্বা অনেক মেয়ে পছন্দ করে তবে গরীবের ঘর থেকে সুন্দরী আফিয়াকে বধূ নির্বাচন করে ঘরে এনে তুলেছিলেন। চল চল কমনীয় এক স্তবক ফুলের মতই ছিল আফিয়ার অনিন্দ্য রূপ। তার কুঞ্চিত কুন্তলের অপূর্ব শোভা মেঘ মদূতের সুন্দরীকেও হয়ত হার মানিয়ে দিতেপারত।

আশরাফের মনে পড়ে আফিয়া যখন প্রথম কন্যা বেবীকে গর্ভে ধারণ করে তখন স্বামী স্ত্রীর মনে কি আশা আনন্দের ফুলঝরির জোয়ার। অনাগত সন্তান সম্পর্কে দু'মনের মত ছিল ভিন্ন মুখি। আফিয়া মনে মনে চেয়েছিল তার মেয়ে হোক; যাকে সে মনের মত করে লাল ফ্রগ, ক্লিপ, ফিতা দিয়ে সাজাতে পারবে। আর আশরাফ চেয়েছিল ছেলে হোক তার। ছেলেকে সে বিলাত পাঠাবে, দশ জনের একজন করে গড়ে তুলবে। তার বৃদ্ধ বাপও মনে মনে খুশী হবেন।

নবীন বয়সের মনে তখনও হয়ত সম্পত্তি লোভের লালসা বাসা বাঁধবার সুযোগ পায় নি। তাই তাদের চাহিদার রূপ ছিল তখন আলাদা। কিন্তু দিন যতই এগিয়ে যেতে লাগল ততই তাদের মনের গতি পরিবর্তন হতে লাগল। পর পর চারটি কন্যা ভুমিষ্ঠ হবার পর হতেই আশরাফের মন বিরূপ হতে লাগল এবং নিষ্পাপ কন্যাগুলির উপর ততধিক বিরূপভাবাপন্ন হতে লাগল। ইত দাদুর এই অবিচারের উপর বিরক্ত হয়ে নিরপরাধ আফিয়ার উপর তা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করল না। আফিয়াকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, শেষ পর্যন্ত পুত্রের জন্য তাকে আবার হয়তো বিয়ে করতে হবে। আজ দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে আফিয়া অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে আসছে। এতগুলি সন্তান হওয়ায় তার দেহের রক্তটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ হবার যোগাড়। সেই বধূ জীবনের রূপও তার নিঃশেষ এবং বিগত। এ সংসারে তার আর কোন স্বত্বাই স্বীকার করা হয় না; সে শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। সতীনের আবির্ভাবের আশঙ্কায় বেচারা আফিয়া মুখ বুজে একের পর একটি সন্তান জন্ম দিয়েছে। যদি খোদা মুখ তুলে চান, যদি একটি পুত্র সন্তান তার সৌভাগ্যের রাস্তা খুলে দিয়ে তার কোল আলো করে তোলে। সেদিন আশরাফ তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, এটাই তার শেষ পরীক্ষা। আশরাফ সব হারাতে পারে কিন্তু গুছান সম্পত্তির দখল কখনই ত্যাগ করতে পারবে না।

*　　*　　*

---- সাহেব!

ধাত্রীর ডাকে আশরাফের চেতনা হোল।

বাস্তবে ফিরে এল সে। অজানিত আশঙ্কায় কম্পিত গলায় অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল,---কি হয়েছে বলুন।

—ছেলে হয়েছে।

মনের জড়তা নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে ইথারের সুদূর দেশে চলে গিয়ে হাজার পাওয়ারের বৈদ্যুতিক শক্তি যেন তার শরীরে প্রবেশ করল। আশরাফের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, ব্যাকুল হয়ে ধাত্রীকে আবার জিগ্যেস করলো,—ছেলে হয়েছে?

সত্যি বলছেন তো? দেখেছেন আপনি?

—সত্যিই বলছি, কিন্তু বৌ বিবি মারা গেছেন---।

## মহিলা জগৎ

( পূর্ব পৃষ্ঠার পর )

### পরলোকে লেডী মাউন্টব্যাটেন

বৃটিশ চীফ অব ডিফেন্স ষ্টাফ আর্ল মাউন্ট ব্যাটেনের পত্নী কাউন্টেস মাউন্ট ব্যাটেন গত ২১শে ফেব্রুয়ারী উত্তর বোর্নিও'র জেলেলটনে নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছেন।

মধ্য ও দূরপ্রাচ্য সফরে বেরিয়ে উত্তর বোর্নিওর শাসনকর্তা মি, নোরেল টার্নারের বাস ভবনে তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

প্রকাশ, কাউন্টেস অসুস্থতা অনুভব করলেও এক অভ্যর্থনায় যোগদান করেন এবং শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছুকাল অভ্যাগতদের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন।

নিদ্রিতাবস্থায় কোন্ সময় কাউন্টেস প্রাণত্যাগ করেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের চীফ সুপারিন্টেনডেন্ট হিসাবে কাউন্টেস ইহার আঞ্চলিক শাখা পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি সেখানে গমন করেন।

রেডক্রস হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড পরিদর্শন করলেও তাঁকে অধিক পরিশ্রম করতে হয় নাই।

লেডি মাউন্টব্যাটেন বৈবাহিক সূত্রে রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবার্গের মাসী ছিলেন। রাণী এবং ডিউক তাঁদের মধুচন্দ্রিমার প্রথম কয়েকদিন তাঁরই বাসভবনে অতিবাহিত করেন।

কাউন্টেস মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্বদেশে সাহসিকতা কার্যের প্রতি আগ্রহশীলা বলে পরিচিতা ছিলেন এবং এক সময়ে তিনি একা রাশিয়া সফরেরও সংকল্প করেছিলেন।

অপর এক সময়ে তিনি শুল্ক নারিকেল শাঁস ব্যবসায়ে নিযুক্ত একটি পালের জাহাজে নাবিক হিসাবে যোগদান করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দূরবর্তী দ্বীপসমূহের নক্সা প্রস্তুত করেন।

ইউরোপীয়ানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র বর্মা সড়ক অতিক্রম করে চীনে প্রবেশ করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়া-লণ্ডনের বিমানবাহী মেলে যাত্রী হিসাবে টিমুর সাগর অতিক্রম করেন।

———

### উয়ারী মহিলা সমিতির উদ্যোগে 'শহীদ দিবস'

ঢাকা উয়ারী মহিলা সমিতির উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' পালন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে শহীদ ভাইদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে কোরান খতম হয় এবং মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়। মিলাদের শেষে একটি আলোচনা সভা হয়। সভানেত্রীত্ব করেন সমিতির প্রেসিডেন্ট বেগম সুফিয়া কামাল।

সভানেত্রী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আজকের দিনে শহীদ বীরদের স্মৃতি স্মরণ করে আন্দোলন বা সভা করা কিংবা শহীদ স্মৃতি মিনার নির্মাণ করা বড় কথা নয়– যে ভাষাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বীর শহীদগণ প্রাণ বিসর্জন করেছেন, সে ভাষাকে উন্নত করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে বড় কথা।

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বেগম রাইসা হারুন, বেগম নাগিনা ইউসুফ, বেগম জাহানারা আলী প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন জিয়াত আরা হারুন, নাসরিন জাহান হারুন ও টুনু। অনুষ্ঠানে '২১শের স্মৃতি' নামক একটি গীতি নকশায় অংশ গ্রহণ করেন ইলী ইউসুফ, শেলী ইউসুফ ও লিলি ইউসুফ। সভায় এক প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নিকট অর্ধ সমাপ্ত শহীদ মিনারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করার জন্য আবেদন জানানো হয়।

———

## আলোচনা

### অভিশপ্ত পণপ্রথা

**হোসনেয়ারা হাফিজ ( বুলু)**

পণ প্রথা সমাজের একটা বড় অভিশাপ। এ প্রথা প্রধানতঃ হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহা মুসলমান সমাজ জীবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করছে। আর এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। কতকাল পূর্বে যে এই সর্বনাশা পণ প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই প্রথা দূর করার চেষ্টা না করা হলে ভবিষ্যতে আমাদের স্বল্প আয় সম্পন্ন পরিবারগুলোকে এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রায়ই দেখা যায়, মেয়েকে কোন শিক্ষিত ঘরে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক হলে ছেলের বাপ মস্ত বড় বায়না ধরে দর কষাকষী করতে আরম্ভ করেন, যেন বাজারে সওদা করতে গেছেন। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক সমাজেই এ গলদ বেশী। মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এলে বরপক্ষ বিলাতে আমেরিকার ব্যয়বহুল পড়ার খরচ ঘড়ি, সাইকেল, আংটি, কলম, দামী পোশাক ও নানাবিধ যৌতুকের জন্য বায়না ধরে থাকেন। কনের বাপ এহেন 'শুভবাণী' শ্রবণে কন্যার জন্মদাতা হওয়ার জন্য নিজেকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কোন সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পান না। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়ের বাপ দায়ে ঠেকে ভাবী জামাতাকে পড়ার খরচ ও যৌতুকের আশ্বাস দিয়ে মেয়ে পার করেন, কিন্তু পরিশামে চুক্তি বজায় রাখতে না পারায় কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীতে নিদারুণ যাতনা সহ্য করতে হয়। আবার কখনো কখনো ক্রুদ্ধ জামাতা স্ত্রী-ত্যাগও করে থাকেন। তাছাড়া অনেক মেয়ের বাপ মনে করেন, মেয়ে শিক্ষিত নাই বা হল, দু'চার হাজার টাকা ব্যয় করলেই শিক্ষিত জামাই পাওয়া যাবে। আবার ছেলের বাপ ভাবেন, বৌ শিক্ষিতা নাই বা হল, ছেলের লেখা পড়ার খরচটা অন্ততঃ চাপানো যাবে। এ সব ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের বাপ মিলে বিয়ের একটা সুরাহা করে থাকেন অবশ্য। কিন্তু অশিক্ষিতা মেয়ের নিকট আশানুরূপ আচার-ব্যবহার পাওয়া যায় না বলে নব-পরিণীত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনাও হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মন কষা-কষি, পরে ঝগড়া ও শেষে মার-ধরও আরম্ভ হয়। এসব অনাচার আমাদের দেশে প্রায়ই ঘটেছে। আর বর্তমানে শিক্ষিত ছেলের বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের মোহরানা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মোহরানা এক হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠছে। অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিয়েতে যতটা সম্ভব কম মোহরানা হওয়াই যুক্তিসংগত। এদিক থেকে আমাদের শিক্ষিত যুবক সমাজ দিন দিন স্ত্রী-ঋণে ডুবে যাচ্ছেন। অচিরে ইহার বিনাশ আবশ্যক। যাঁর একটি মাত্র কন্যা আছে তিনি হয়তো নাক-কান বুজে কোন মতে কায়ক্লেশে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হলেন। কিন্তু যাঁর কন্যা একাধিক তিনি কি করবেন?

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের কন্যা দায় নাকি ভীষণ ব্যাপার। অথাভাবে বিয়ে না হওয়ার অনেক হিন্দু মেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকেন। অভিভাবকদের এই দায় থেকে মুক্তি দেবার জন্য আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়ায়েছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। হিন্দু সমাজ থেকে এই পণ প্রথা বর্তমানে মুসলমান সমাজেও সংক্রামিত হচ্ছে।

পণ প্রথার ন্যায় লজ্জাকর ও অপমানজনক প্রথার উচ্ছেদের ভার নিতে হবে আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদেরকে। তাঁরা এই প্রথার বিষক্রিয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে দেশের ও দশের যথার্থই মঙ্গল হবে। তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, দুদিন বাদে তাঁরাও মেয়ের বাপ হবেন, তাঁদেরও মেয়ে বিয়ে দিতে হবে। যাঁরা আজ বাদে কাল আমাদের পরম আত্মীয়রূপে পরিগণিত হবেন, তাঁদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে দর কষাকষীর প্রচেষ্টা কতটা দুঃজনক তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। প্রাগ-ইসলামিক যুগে আরব দেশে নাকি এইরূপ পণ প্রথার জন্য পিতামাতারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন না। মেয়ে বিয়ে দিতে হবে এই ভয়ে নাকি তাঁরা সদ্যোজাত কন্যাকে জীবন্ত সমাহিত করতেন। আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে যে এরূপ না ঘটবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

———

## শিশু-মংগল

### শিশুর খাদ্যে ভিটামিন 'সি' ও 'ডি'

**সাহেরা খানম**

জন্মের পর থেকেই শিশুর ভিটামিন 'সি' ও 'ডি'-র প্রয়োজন। কারণ, এই ভিটামিন তার দেহ ও অস্থি গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গরুর দুধ থেকে এই ভিটামিন অবশ্য সবটুকু পাওয়া যায় না। এ জন্যে জন্মের পরেই শিশুকে দুধের সংগে সংগে ভিটামিন 'ডি' ও 'সি' যুক্ত খাদ্য বা পানীয় দেওয়া দরকার।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, মায়ের দুধে যদিও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় কিন্তু তাতে ভিটামিন 'ডি'র অভাব পূরণ হয় না। মাছের তেলে ভিটামিন 'ডি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। এই তেলের গন্ধ কটু বলে সাধারণতঃ শিশুদের খাওয়াতে কষ্ট হয়। আজকাল মাছের তেল ক্যাপস্যুলে ভরা অবস্থায় পাওয়া যায়। দিনে অন্ততঃ একবার এ তেল খাওয়ানো উচিত।

চিকিৎসকরা অনেক সময় শিশুদের 'মালটি-ভিটামিন' খাওয়ানোর উপদেশ দিয়ে থাকেন। 'মালটি-ভিটামিন' সব সময় না খাওয়ালেও চলে, কিন্তু ভিটামিন 'ডি' ও 'সি' শিশুদের জন্য যথার্থই প্রয়োজনীয়।

শিশু যখন কয়েক মাসের হয়, তখন ডাক্তার তাদের কমলালেবুর রস খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

শিশুকে কমলালেবুর রস সাধারণতঃ পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়, কারণ, কমলালেবুর রসে ঝাঁঝ থাকে। শিশুকে কি করে ফলের রস খাওয়াতে হয়, তার কয়েকটি সহজ পন্থা নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রথম দিন চায়ের চামুচের এক চামুচ পানির সাথে এক চামুচ কমলালেবুর রস, দ্বিতীয় দিন দুইচামুচ পানির সাথে দুই চামুচ রস, তৃতীয় দিন ৩ চামুচ এমনি করে এক আউন্স পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে পানির মাত্রা কমিয়ে রসের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং তা সর্বোচ্চ পরিমাণ দই আউনস হতে হবে। এই রস শিশুকে বোতলে করে খাওয়াতে হবে। কারণ, ৫।৬ মাস পর্যন্ত তাকে অন্য কিছুতে করে খাওয়ানো সম্ভব হবে না। তারপর চায়ের পেয়ালায় বা গ্লাসে খাওয়ানো যেতে পারে। শিশুকে গোসলের পূর্বে রস খাওয়াতে হবে। কারণ গোসলের পর তার দুধ খাবার সময় হয়ে যাবে। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফলের রস কখনও যেন গরম করে খাওয়ানো না হয় তাতে ভিটামিন 'সি'র গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

ফটো—কামরুল হুদা।

সাধারণতঃ শিশুরা ফলের রস খেতে বেশী পছন্দ করে এবং সহজে হজমও করতে পারে। আবার অনেক শিশু সহ্য না করতে পেরে বমি করে দেয়। যে সকল শিশু কমলালেবুর রস পছন্দ করে না তাদের টমেটোর রস খাওয়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। আর শিশু যদি কমলালেবু বা টমেটোর রস কোনটাই পছন্দ না করে, তবে তাকে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হবে। শুধু তাই নয়, শিশুদের শরীর গঠনের পক্ষে পানিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিশুকে দিনে কয়েক আউন্স পানিও খাওয়ানো উচিত। বিশেষ করে গরমের সময় শিশুদের জিহ্বা প্রায়ই শুকিয়ে যায় এবং তখন তাকে অল্প অল্প করে পানি খাওয়াতে হয়।

অনেক শিশু আছে যারা মোটেই পানি খেতে চায় না, সেজন্য খাবার পর একবার করে তাদেরকে পানি খাওয়াবার অভ্যাস করতে হবে। পরে দেখা যাবে, সে আর পানি খেতে আপত্তি করছে না। পানি শিশুদের দুই আউন্স করে খাওয়ালেই চলবে।

সাধারণতঃ শিশুকে ফুটানো পানি খেতে দিবেন। শিশুর খাবার পানি একটা পরিষ্কার বোতলে ছেঁকে রাখা দরকার। এক বৎসর বয়স পর্যন্ত তাকে ফুটানো পানি খাওয়ানো চলতে পারে। তারপর দু'বৎসরের সময় এমনি পানি খেলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

আবার শিশু যদি শুধু পানি না খেতে চায় তাহলে তাতে চিনি মিশিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে শিশুর পক্ষে শুধু পানিই উপকারী।

শিশুর দুধ ও পানি খাওয়ার পেয়ালা চামুচ, ডিস ইত্যাদি গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। বাইরের কল-মূলও ভাল করে ধুয়ে খাওয়ানো উচিত, কারণ তাতে নানা রকমের ময়লা থাকতে পারে।

———

# স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য

## দেহ গঠন ও ব্যায়াম

**চৌধুরী লুৎফুন্নেছা ফারুক (লুতু)**

মেয়েদের তারুণ্য, নারী সুলভ লাবণ্য ও কোমলতা রক্ষা করিতে হইলে ভিটামিন ও মিনারেল যুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং সেই সংগে নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও অঙ্গ-চালনা ব ব্যায়ামের অভাবেই এ যুগের মেয়েদের অকালে রূপ যৌবন বিনষ্ট হয়, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়া চোখ দীপ্তিহীন ও কোটরাগত হয় এবং কঠিন বিমলিন চেহারার আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ ছাড়া অলসতা অনিয়মিত মাত্রাহীন ঘুম ও খাওয়ার জন্য মেয়েদের দেহ স্থূল, ও মেদবহুল হইয়া বাতব্যাধি, ব্লাডপেশার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

আগেকার দিনে আমাদের কাজের রকমফের ছিল। বিভিন্ন কাজ কর্মের ভিতর দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনা হইত। এ ছাড়া সাঁতার কাটা, বাটনা-বাটা, কাপড় কাচা জল আনা, ঘর ঝাট দেওয়া এই সব দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া ব্যায়াম আপনা হইতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু আজকের হারমোনিয়াম, বেহালায়, ক্রস-কাঠে বেশ ভূষা ও স্নো-ক্রিম পাওডারের মেক আপের মাঝখানে অধিকাংশেরই সে সুযোগ হইয়া ওঠে না। আমাদের নতুন গৃহিণীরা গৃহকর্মের ভার সাধারণতঃ দাস-দাসী, বেয়ারাদের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

দেহত্বক বা মুখের ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতার মধ্যেও নারীর সৌন্দর্য শুধু তার ঘাড়, গলা, হাত, পা ইত্যাদ প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুঠাম গঠন ও গ্রন্থির গঠন সামঞ্জস্যের উপরেই বিশেষভাবে নিভর করে। গলার হাড় যদি উঠিয়া থাকে, হাত যদি কাঠের মত শক্ত হয়, এমন রমণীর উজ্জ্বল রং বা ভাল চোখ মুখ-কান থাকিলেও তাঁকে কোন অবস্থাতেই সুন্দরী বলা চলিবে না। দেহ মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতা এবং শরীরের শক্তি-সামর্থই রূপ-যৌবনকে নিটোল অটুট শ্রীমণ্ড রাখিতে পারে। দেহকে শক্ত-সমর্থ রাখিতে হইলে ব্যায়ামের অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। সকাল বিকাল দৈনিক রীতিমত দুইবার ব্যায়াম কর দরকার। প্রথম অবস্থায় সকালে ফজরের নামাজ শেষ করিয়া ব্যায়াম চর্চা শুরু করিতে হইবে। পাশ্চাত্য মেয়েরা ব্যায়ামের পোশাক পরিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশীয় রুচির সহিত তাহা বেমানান বলিয়া সেলওয়ার ও খুব খাটো কামিজ পরিয়া ব্যায়াম করা আরও সুবিধাজনক। ব্যায়াম শুরু করিবার পূর্বে পায়জামার নীচের ভাঁজে (যে ভাগ জুতার উপরে) পায়ের সঙ্গে ইলাষ্টিক গার্টার দিয়া আঁটিয়া লইবে যাহাতে পা উপরে তুলিলেও সেলওয়ার নীচে নামিয়া আসিয়া অসুবিধা সৃষ্টি না করে। প্রথম প্রথম দৈনিক আধঘণ্টা করিয়া ব্যায়াম করিবে। তারপর ধীরে ধীরে তাহা বাড়াইয়া এক ঘণ্টা করিতে হইবে।

ব্যায়াম শিক্ষা প্রণালী:— (১নং) মেঝের উপর বিছানা করিয়া দুই পা' সামনের দিকে লম্বা করিয়া বসুন, তারপর দুই হাত বিছানার উপরে রাখিয়া হাতের উপর সমস্ত শরীরের ভার চাপান। দুই পা একত্রে জোড় করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামান। এখন ঐরূপ বসা অবস্থায়ই জোড় করা দুই পা' ডানে ও বামে যতটুকু পারুন ফাঁক করুন। তারপর আবার একত্র জোড় করুন এবং পূর্বের মত পনরো বার করে উঠানামা ও পা' ফাঁক করুন।

(২ নং) দুই পা একত্রে জোড় করিয়া মেঝেতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। দুই হাত দিয়া কোমরে ধরুন। শুইয়া একসঙ্গে এক হইতে (শ্বাস বন্ধ করিয়া) একসাথে একশত পর্যন্ত গুণুন। গণনা শেষ করিয়া মাথা, পিঠ ও বাহুতে ভর রাখিয়া পা দুইখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া সোজা করিয়া রাখুন। তারপর কোমর হইতে হাত সরাইয়া দুই পা' উপরে রাখিয়া ধীরে ধীরে এক হইতে এগার পর্যন্ত গুণিয়া পা' নামাইয়া ফেলুন। পা' নামাইয়া পূর্বের মত শ্বাস বন্ধ করিয়া পঁচিশ পর্যন্ত গুণুন। এই ব্যায়াম একসঙ্গে পনেরোবার করবেন।

দেহ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সহজ রক্ত চলাচলের আবশ্যক। দেহের রক্ত সুস্থ থাকিলেই মেয়েদের দেহে লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটে। উল্লিখিত ব্যায়ামে দেহে অবাধে রক্ত থেকে চলাচল ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং দেহের পেশী সুঠাম হইয়া সৌন্দর্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করিবে।

(৩ নং) দুই পা' কিছুটা অনুমানিক ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। তারপর দুই হাত উপরে তুলিয়া একত্র করিয়া এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া হাত সটান রাখিয়া ডান দিকে হেলিতে থাকুন। মাথা হইতে কোমর অবধি শরীরের উপরিভাগকে ডানে হেলাইতে চেষ্টা করুন। এই ভাবে একবার ডানে, একবার বামে বেশ দ্রুততার সংগে অন্ততঃ দশবার হেলাইতে হইবে।

(৪ নং) তারপর ৩ নং-এর ভঙ্গিতে (পূর্বের মত) দাঁড়াইয়া, পূর্বের মত উপরে তোলা হাতকে পেছন দিকে আনিয়া কবরীর উপর রাখুন। হাতের তালু কবরীর উপর রাখিতে ভুলিবেন না। এই ভাবে হাত রাখিয়া কোমরের উপরি ভাগের সমস্ত শরীরকে একবার ডানে একবার বামে ধীরে ধীরে যতটুকু পারা যায় বাঁকাইতে হইবে। এই ব্যায়াম দ্রুতগতিতে কুড়িবার করিতে হইবে।

ইহার পর নূতন ধরনের একটু কঠিন ব্যায়ামের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই গুলি দশ-বারো দিন চেষ্টা করিলে সহজেই আয়ত্ত হইবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ব্যায়ামগুলি ভালভাবে রপ্ত হওয়ার পর এই দুটি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে।

(৫ নং) মেঝেতে শয়ন করুন। তারপর মেঝেতে মাথা রাখিয়া হাত দুইটি উল্টাইয়া মাথার চারি আঙুল পশ্চাতে রাখুন। তারপর শায়িত অবস্থায় জোড় করা পায়ের গোড়ালী দুইখানি প্রায় হাঁটু বরাবর টানিয়া আনুন। এরপর মেঝে হইতে কোমর ও বুকের দিকটা ক্রমাগত যতটুকু পারুন উপরের দিকে তুলুন। সম্পূর্ণ কোমরটি উঠিয়া গেলে মাথা হইতে পা পর্যন্ত খিলানের মত দেখাইবে।

(৬ নং) তারপর ৫ নং ব্যায়ামের শেষ অবস্থায় খিলানের মত হইয়া শুধু হাতের উপরে ভর রাখিয়া মাথা ধীরে ধীরে উপরে তুলুন এবং একটু একটু করিয়া পা' দুইটাকে কিছুটা হাতের দিকে (অনেকটা প্রায় কোমরের নীচে) টানিয়া লন। তলপেট যতটকু পারুন উপরের দিকে তুলিয়া সমস্ত দেহটাকে অর্ধচন্দ্রের মত করুন।

এই চারি প্রক্রিয়ার ব্যায়ামের ফলে দেহে মেদ জমিবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন সুন্দর হইবে। পেটের অসুখ-বিসুখের ভয়ও দূর হইবে।


নব জীবনের পয়গামবাহী
নতুন বই

১। Revolution — তিন টাকা
২। ইনকেলাব — দুই টাকা
৩। ইক্‌বাল-নজরুল নামাহ্‌ — দুই টাকা
৪। জুয়য়ে আজল (নজরুলের মৃত্যু-ক্ষুধার উর্দু তর্জমা) — চার টাকা
৫। Nazrul Islam — পাঁচ টাকা
৬। Some Ghazals of Nazrul Islam — দুই টাকা

ছাপা হচ্ছে—
৭। ইক্‌বালের রোবায়ী (বালে জিবরীল হতে)
৮। ,, গজল (ঐ)
৯। ,, কবিতা (ঐ)
১০। Poet In Bloom
১১। ইক্‌বালিকা (কাব্যানুবাদ)
১২। কিশোর নজরুল (জীবনী)
১৩। Life & Light (Periodical)

পর ক্ষাধান—
১৪। কিশোর ইক্‌বাল
১৫। Nazrul's Jhingephul

ইক্‌বাল নজরুল ইসলাম সোসাইটির প্রকাশনী

প্রাপ্তিস্থান—
ইক্‌বাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি
১। ৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা ২ (Tel : 5739)
২। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।









# হালচাল

### মামুলা

প্রকাশ, রবীন্দ্র 'শতবার্ষিকী তহবিলে' কোলকাতার জনৈক ব্যবসায়ী একশ' টাকা দিয়েছেন।

'সহস্র বার্ষিকী' হলে এক হাজার টাকা দিবেন।

---

প্রাক্তন মন্ত্রীদের অনেকেই রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন।

—রাজনীতিকে অবসর দেয়ার জন্যে।

---

জনৈক জার্মান জ্যোতিষী জানিয়েছেন যে, পৃথিবী অপেক্ষা স্বর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েস অনেক বেশী।

—তথাপি মানুষ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে যেতে রাজী নয়।

---

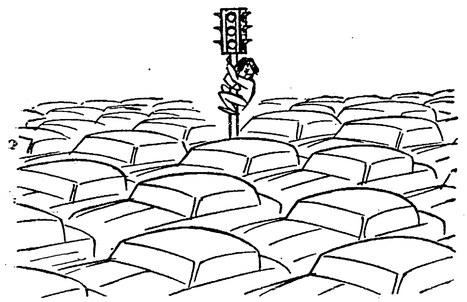

প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সরকার উভয়েই পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষক বলে দাবী করছেন।

—বিশ্বকবির,
'পথ ভাবে, আমি দেব
রথ ভাবে, আমি
মূর্তি ভাবে, আমি দেব
হাসে অন্তর্যামী'
কবিতাটা জানা নেই এই কারণে।

---



—পায়ে হেঁটে চলার লোক একমাত্র আমিই দেখছি।

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গাই মলে বলেছেন, 'আলজিরিয়া ফ্রান্সেরই সম্পত্তি'।

—পৈত্রিক সম্পত্তি।

---

চিত্র তারকা রেহানা পুনরায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সাধনা করছেন।

— কঠিন সাধনা।

---

অভিনেত্রী ইয়াসমীন বলেছেন, 'গাঁজর এবং মোটর গাড়ী দু'টোই বড় মজার জিনিস'।

—খেতে সুস্বাদু।

---

'এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ায় তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে' — সংবাদ।

— ফরাসী তেজের ক্রিয়া।

---

রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেভ বলেছেন, সোভিয়েট সরকার চীন ও ভারতকে সমান ভালবাসে।

কর্তা তাঁর দুই গিন্নীকে যেরূপ সমান ভালবাসেন।

---

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেছেন যে, কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে শান্তি ও স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

— তার জন্যে প্রয়োজন আণবিক অস্ত্রের।

---

'পাগলা গারদে কিউবার স্বাস্থ মন্ত্রী' —সংবাদ।

—বলা বাহুল্য, রোগী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে।

---

সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমারের 'পথে হোল দেরী'।

—দেখতে হলে দর্শকদের দেরী করলে চলবে না।

---

# ঘর কন্না

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ধুলো-ময়লা পড়ে মুখ দেখার অসুবিধা হলে অতি সহজেই তা পরিষ্কার করা যায়। ন্যাকড়ায় কয়েক ফোঁটা মেথিলেটেড্‌ স্পিরিট দিয়ে আয়না মুছে ফেললে সংগে সংগে তা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হয়ে যাবে।

---

যে কোন তামার দ্রব্য ময়লা দেখালে তাড়াতাড়ি ও অল্প চেষ্টাতেই তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা যায়। তেঁতুলের বীচি ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে পরে তাতে পরিমাণ মত কাঠ কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে তামার বাসনপত্র মাজলে অল্প সময়ের মধ্যেই চক্‌চকে হয়ে ওঠে।

---

সিরকা, নুন ও বালি সমান পরিমাণে নিয়ে নারকেলের ছোবড়ার সাহায্যে ঘষে যে কোন এ্যালুমিনিয়মের পাত্রের পোড়া দাগ তাড়াতাড়ি তুলে ফেলা যায়।

---

বেতের চেয়ার যাতে বেশীক্ষণ রৌদ্রে পড়ে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, বেতের আসবাব-পত্র অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকলে তার বুনন ঢিলে হয়ে যায়।

---

রান্না করবার সময়ে স্মরণ রাখতে হবে যেন তাতে অতিরিক্ত মসলা, ঝাল দেওয়া না হয় কিম্বা তা অধিকক্ষণ সিদ্ধ না করা হয়। এতে তরকারীর গুণ ও স্বাদ দু'ই নষ্ট হয়।

---

পেঁপের আঠা শুধু হজম শক্তি বাড়ায় না, বরং ত্বকের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। দু'তিন সপ্তাহকাল সকালে অথবা দুপুরে একটি তাজা পেঁপের আঠা বা রস বের করে খেলে এর যথাযথ ফল পাওয়া যায়। ইহা সেবনে নাকের ও মুখের ব্রণ এবং দাগও দূরীভূত হয়।

---

পাত্রের মধ্যে নুন অনেক সময় গলে যায়। ইহা বন্ধ করতে হলে নুনের পাত্রে কিছু চাল রেখে দিবেন। দেখবেন নুন গলবে না।

---

বিছের কামড়ের যন্ত্রণা সারানোর সহজ উপায় হচ্ছে সরষের তেলের সংগে ধুনা গুঁড়ো করে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া। এতে খুব তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে।

---





মেঘ কুন্তলা
কেশ তৈল
চুল উঠা, অকাল পক্কতা ও বায়ু রোগ দূর করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল লম্বা এবং কালো করে।
A.B. CHEMICAL WORKS
POST BOX 67, DACCA-2

ফোন ৪৬৭৩
উল ও শীতবস্ত্রের বিপুল সমাবেশ
সফুরউদ্দিন এণ্ড ব্রাদার্স
১০, পাটুয়াটুলী, ঢাকা

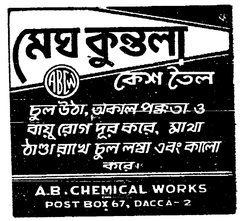

## রান্না ঘর

### ডিমের সেমাই

উপকরণ :—এক পোয়া ময়দা, ডিম চারটি, চিনি, ঘি, পেস্তা-বাদাম, ছোট এলাচ ও দারুচিনি প্রয়োজন মত।

প্রণালী :—চারটি ডিম ভেংগে ভাল করে ফেটাবেন। পরে ময়দার সংগে ফেটানো ডিম মিশিয়ে ভাল করে ঠাসবেন। এবার লেচী তৈরী কেটে তক্তা বেলুনের দ্বারা খুব পাতলা রুটি তৈরী করবেন। কুলো অথবা অন্য কোন কাঠের তক্তার উপরে ঐ রুটি রৌদ্রে শুকিয়ে নেবেন। যখন রুটি একটু শক্ত হয়ে আসবে তখন ধারালো ছুরির সাহায্যে খুব সরু সরু করে কেটে ফেলুন। সরু খণ্ডগুলি আবার রৌদ্রে দিয়ে ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার কাঁচের বৈয়ামে তুলে রাখবেন। এভাবে সেমাই কিছুদিন ঘরে রাখা যায়।

একটা পাত্রে পরিমাণ মত পানি দিয়ে তাতে আন্দাজ মত সেমাই ছেড়ে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করবেন। যখন সেমাই হয়ে আসবে তখন পাত্রটি নামিয়ে নেবেন। ভিন্ন একটা পরিষ্কার পাত্রে পরিমাণ মত ঘি চালুন। ঘি হয়ে গেলে তাতে পূর্বের সিদ্ধ করা সেমাই ঢেলে দেবেন। একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মত চিনি, ছোট এলাচ, দারুচিনি দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। যখন সমস্ত উপকরণ থকথকে হয়ে ঘিয়ের উপরে উঠবে তখন গোলাপ পানি এবং পেস্তা-বাদাম কুচি দিয়ে নামিয়ে নেবেন।

— ফিরোজা বেগম

---

### নারকেলের পুডিং

উপকরণ : এক ছটাক ভাল চালের গুঁড়ো, একটা ঝুনো নারকেল, পরিমাণ মত গুড় অথবা চিনি, গোলাপ পানি এবং বাদাম কুচি।

প্রণালী :—প্রথমে চাল ভিজিয়ে রাখবেন, নরম হলে পানি ঝরিয়ে পরে গুঁড়ো করে নেবেন। নারকেল কুরিয়ে গরম পানির সাহায্যে দু'তিনবার পর পর চটকিয়ে দুধ বের করে রাখুন। নারকেল দুধ সামান্য নিয়ে তাতে চালের গুঁড়ো ভাল করে মিশ্রিত করে নিতে হবে। পরে বাকী দুধের সাথে মিশিয়ে উনানে চড়াবেন। অনবরত নাড়তে থাকবেন এবং কিছুক্ষণ জ্বাল দেবার পর গুড় অথবা চিনি পরিমাণ মত দিন। সমস্ত উপকরণ ঘন হয়ে আসলে একটা পুডিং ডিসে ঢেলে উপরে বাদাম কুচি ছড়িয়ে দেবেন। ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলে পরিবেশন করবেন।

—মাহমুদা খানম

---

### টমেটোর সুপ

উপকরণ :—এক সের পাকা টমেটো, তিন চারটে বড় পেঁয়াজ, সামান্য চিনি ও নুন।

প্রণালী :—প্রথমে পাকা টমেটোগুলি ধুয়ে পরিমাণ মত পানিতে সিদ্ধ করবেন। পরে ঐ পানিতেই ভাল করে টমেটোগুলি নিয়ে একটা পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে ছেকে নেবেন। একটা পাত্র উনানে বসিয়ে সামান্য ঘি দিন। ঘি হয়ে এলে পেঁয়াজ কুচি করে ছেড়ে দেবেন। যখন পেঁয়াজ বাদামী হবে তখন তাতে টমেটোর স্যুপ ঢেলে দেবেন। ভাল করে ফুটবার পর স্যুপে অল্প চিনি দিয়ে নামিয়ে নেবেন। এই স্যুপ খুব মুখরোচক।

এম, নাহার।

---

### চিড়ার ফিরণী

উপকরণ :—দেড় পোয়া চিড়া, দেড়পোয়া চিনি, দু'সের দুধ, পরিমাণ মত পেস্তা-বাদাম কুচি, কিসমিস, ছোট এলাচ, দারুচিনি ও গোলাপ পানি।

প্রণালী :—প্রথমে চিড়া বেছে ক'য়েকবার ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। একটা পরিষ্কার এ্যালুমিনায়ামের পাত্রে দুধ চড়িয়ে মৃদু আঁচে জ্বাল দিয়ে ঘন করবেন। দুধ ঘন হয়ে এলে তাতে চিড়া ছাড়ুন এবং সাবধানে নাড়বেন যেন চিড়াগুলি ভেংগে না যায়। পরে তাতে পরিমাণ মত চিনি ও ছোট এলাচ দেবেন। অল্প আঁচে সাবধানে নেড়ে যাবেন যতক্ষণ না ফিরণী থক্‌থকে হয়ে যায়। এবার প্লেটে প্লেটে ফিরণী ঢেলে উপরে পেস্তা বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করবেন।

—সুফিয়া রহমান।

---




## সেলাই

### শিশুর উপযোগী 'পিন্যাফোর'



দু' আড়াই বছর বয়সের শিশুর উপযোগী একটি 'পিন্যাফোর'এর ডিজাইন দেওয়া হলো। গরমের সময়ে শিশুদের এই ধরনের পোশাক খুবই উপযুক্ত। এই ডিজাইনটি শিশুর ফ্রক এবং বডিজ দু'টোর কাজই করবে।

পছন্দমত এক রংএর সোয়া গজ কাপড় নিতে হবে। শিশুর গায়ে মাপ নিয়ে উপরের অংশ এবং নিম্নের অংশ ছবির ডিজাইন অনুসারে ছেঁটে ফেলবেন। নীচ অংশে কাপড় যাতে বেশী থাকে সে দিকে লক্ষ্য রেখে কাপড় ছাঁটতে হবে। উপরের অংশ ঠিক বডিজের ন্যায় ছেঁটে গিয়ে দু'দিকে এমন আন্দাজে লম্বা ফিতার কাপড় লাগিয়ে নিতে হবে যেন দু'দিক থেকে দু'টো ফিতে এনে সম্মুখে বো করা যায়।

উপরের অংশের দু'পাশ সেলাই করে পরে হাত ও গলা মুড়ে নেবেন। পরে নীচের অংশ কুচি করে লাগিয়ে যাবেন। আধ ইঞ্চি পরিমাণ মুড়ে নীচের বর্ডার করতে হবে। সমস্ত সেলাই হয়ে গেলে সম্মুখে ছোট ছোট দু'টি পকেট করে দেবেন। যে রংএর কাপড় তারই গাঢ় রং দিয়ে হালকা সূঁচের কাজ পকেটের উপরে করে দিলে সুন্দর দেখাবে। এই ধরনের 'পিন্যাফোর' খুব তাড়াতাড়ি সেলাই করা যায়। এতে বোতাম লাগাবার কোন প্রয়োজন হয় না। যাঁদের গৃহে সেলাই মেশিন নাই তাঁরা শুধু হেম ও বখিয়া দিয়েই এরূপ ফ্রক তৈরী করতে পারেন। ফ্রকের ভেতরের অংশগুলি জোড়া দিতে হবে বখিয়া সেলাই দিয়ে। নীচের বর্ডার, উপরের অংশের হাত, গলা ও ফিতের ধারগুলি করতে হবে হেম ফোঁড় দিয়ে।

এই 'পিন্যাফোর' দু'দিকে দু'টো 'বো' না করে শুধু বডিজের ন্যায় ছাঁটলেও ভাল দেখাবে। উপরের অংশ একই ভাবে ছাঁটবেন শুধু গলা হবে গোল এবং বগল ও কাঁধ বডিজের মত। পরে গলায় কলার লাগিয়ে নিতে হবে। এর বোতাম থাকবে পিছনে। পিঠে দু'টো বোতামের ব্যবস্থা রাখলেই পরানো ও খোলা সহজ হবে।

সুরাইয়া রহমান।

---



## ঈদ-সংখ্যা 'বেগম'

আমাদের পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদিগকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে সাপ্তাহিক বেগমের একটি বিশেষ "ঈদ-সংখ্যা" বাহির হইবে। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকাদের রচিত নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্য রচনা এবং মহিলাদের সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কিত মূল্যবান আলোচনা এই সংখ্যাটির বৈশিষ্ট হইবে। এতদ্ব্যতীত লেখিকাদের ফটো এবং নতুন ও পুরাতন শিল্পীদের অঙ্কিত অনেকগুলি কার্টুন ও বহুবিধ চিত্রশোভিত হইয়া সংখ্যাটি পাঠক-পাঠিকাদের নিকট যথার্থ আকর্ষণীয় হইবে।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে দুই শতাধিক পৃষ্ঠার চিত্রবহুল এরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করা যথেষ্ট শ্রম ও ব্যয়সাধ্য হইলেও আমরা 'ঈদ-সংখ্যা বেগমের' মূল্য মাত্র ২৲ টাকা ও ডাক মাশুল ।।০ আনা ধার্য করিয়াছি।

নিশ্চিত করিয়া এই সংখ্যা পাইতে হইলে মেহেরবানী করিয়া ২।।০ আনা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন।

### লেখিকাদের প্রতি

লেখিকাগণ ঈদ-সংখ্যার জন্য নিজ নিজ রচনা ও ফটো যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের অফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ব্লক প্রস্তুত হইয়া গেলে ফটো ফেরৎ নিতে পারিবেন।

### এজেন্টগণের প্রতি

'বেগমের' এজেন্টগণ নিজ নিজ এজেন্সীর জন্য কত কপি ঈদ-সংখ্যা চাহেন তাহা এখনই লিখিয়া জানাইবেন। আমরা তাঁহাদের অর্ডার বুক করিয়া রাখিব। বিলম্ব হইলে তাঁহাদের চাহিদামত এই সংখ্যা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

ম্যানেজার—বেগম

ফোন : ৩৭৮৯ — ৬৬, লয়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা—১।

## চিঠি-পত্র

### উপন্যাসের দৈন্য

প্রিয় আপা,

তসলিম নেবেন। গত কয়েক সপ্তাহ থেকে 'বেগমে' আর উপন্যাস দেখছি না। ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে যে কয়টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—ভাল হোক, মন্দ হোক, সেগুলোতে উপন্যাস পাঠের আনন্দ পাওয়া গেছে। সাহিত্যামোদী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই আনন্দের প্রয়োজন আছে।

পূর্ব বাংলার সাহিত্যে উপন্যাসের যে দৈন্য বিদ্যমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তন্মধ্যে মহিলাদের স্থান আরো হতাশাজনক। এর পেছনে অবশ্যি কারণ রয়েছে অনেক। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের লেখিকাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে কিম্বা এই পিছিয়ে থাকার জন্যে সান্ত্বনার যুক্তি খুঁজলে চলবে না।

আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার সাক্ষাৎ মেলে তার সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেলে উপন্যাস-সাহিত্যের দৈন্য ঘুচানো হয়তো সম্ভব হতে পারে। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যিক মমত্ববোধ। এদিক থেকে অন্ততঃ আমাদের লেখিকাদের দারিদ্র্য নেই, বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ করলে কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আশা করি, লেখিকা বোনেরা উপন্যাস-সাহিত্যের দৈন্য ঘুচাবার প্রয়াস পাবেন।

বিনীতা—
মাসুদা চৌধুরী,
ঢাকা—২।

---

### ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে

প্রিয় আপা,

আমার সালাম জানবেন। আমাদের দেশে ভিক্ষুক সমস্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি বংশানুক্রমে যেন বিস্তার লাভ করে চলেছে। এই কুৎসিত বৃত্তি কি ভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে বহু গবেষণা এর পূর্বে হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

এই হীন বৃত্তির উচ্ছেদ কি ভাবে করা যায় সেদিকে প্রত্যেকেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সমাজ উন্নয়নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে একটি ভিক্ষুকও তাদের সন্তানদের এই কাজে দীক্ষিত না করতে পারে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। বিভিন্ন মহিলা সমিতির উদ্যোগে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় ও শিশুনিবাস প্রতিষ্ঠিত হলে এই সমস্যার প্রাথমিক কার্য কিছুটা শুরু করা যেতে পারে। কারণ, আর্থিক অভাবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে মানুষকে বাধ্য করে। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সাথে সাথে নানাবিধ কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় এর সহজ সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, সুব্যবস্থা সত্বেও ভিখারীরা তাদের ছেলেমেয়েদের ঐ পেশাতেই নিয়োজিত করবার জন্য ব্যস্ত, তখন তাদের উপরে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোঝানোর পরও যদি দুষ্টপ্রকৃতির ভিক্ষুকরা তা মানতে রাজী না হয় তখন আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাবো এ ধরনের লোকদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে। এর পূর্বে ভিক্ষাবৃত্তি যাতে রোধ হয়ে আসে সে দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজ-কর্মীদের এগোতে হবে। দুঃস্থ, এতিম ও নিরাশ্রয় শিশুদের জন্য একটা সুব্যবস্থার পথ খুঁজে করতে পারলে আপনা থেকেই ভিক্ষার অভ্যাস কমে আসবে। আশা করি, বোনেরা এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

রাবিয়া খাতুন,
ঢাকা—১।

---

### কিরূপে শিশুর ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো যায়

শ্রদ্ধেয়া আপা,

আমার তসলিম জানবেন। 'বেগমের' শিশু-মঙ্গল বিভাগে বোনেরা নানাপ্রকার রচনা দিয়ে থাকেন। আমি একটি বিষয় জানতে চাই। শিশু জন্মগ্রহণের পর যে রকম ফর্সা থাকে ক্রমেই কেন তার গায়ের রং ময়লা হয়ে যায়। শিশুকে কিভাবে যত্ন নিলে তার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা যায় তা জানতে চাই। আমার ক'য়েকটি ছেলেমেয়েকে এখন দেখে কেউ বলবেনা যে এরা ছোট বেলায় ফর্সা ছিল। এত কাল হয়ে যাবার কোন কারণ খুঁজে পাইনা। স্বামী স্ত্রীর গায়ের বর্ণ কালো না হলেও যে সন্তানরা কালো হয় তার নিদর্শন আমার ছেলেমেয়েরা। শিশুকাল থেকে কি প্রতিকার করলে এটা সারানো যায় কোন বোনের জানা থাকলে বেগম মারফৎ জানালে উপকৃত হবো।

সখিনা রহিম,
তেজগাঁ, ঢাকা।

---

### জানতে চাই

শ্রদ্ধেয়া আপা,

আমার সালাম জানবেন। বেগমের চিঠিপত্র বিভাগে বোনেরা নানা বিষয় আলোচনা করে থাকেন। আমি একটি বিষয় জানবার জন্য লিখলাম। শীত গিয়ে গরম দেখা দিয়েছে। এখন উলের পোষাকগুলি ধুয়ে তুলে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু দু'একটা পোশাক ঘরে ধুয়ে যে অবস্থা হয়েছে, তাতে আর ধুতে সাহস করছি না। আমি কষ্ট করে মেয়ের জন্য যে ফ্রক বুনেছিলাম বাড়ীতে ধোবার পর তা একেবারে ছোট হয়ে গেছে। আমি লাক্স পাউডার দিয়ে উলের পোশাক ধুয়ে থাকি। যদি কোন বোনের উলের পোশাক ধোবার ভাল উপায় জানা থাকে তবে বেগম মারফৎ জানালে উপকৃত হবো।

হাসিনা বেগম,
চট্টগ্রাম।

---

### টমেটোর খাবার

প্রিয় আপা,

আমার সালাম জানবেন। বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে বেশী দিন ঘরে রাখা যায় এমন কি কি জিনিস টমেটো দ্বারা প্রস্তুত করা যায় শিখতে চাই। টমেটো শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। শিশুদের জন্য যদি

( ১৮ পাতায় দেখুন )

# ছায়া-ছবির কথা

— হুসনা বানু খানম

## মায়ামৃগ

কয়েক সপ্তাহ ধরে ঢাকায় নূতন বাংলা ছবি 'মায়ামৃগ' মুক্তিলাভ করেছে। নীহার রঞ্জন গুপ্ত রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু। এতে অভিনয় অংশে রয়েছেন সন্ধ্যারাণী, সুনন্দা, বিশ্বজিৎ, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, তরুণ কুমার, জহর রায় প্রভৃতি।

নিঃসন্তান নারীর পালিত পুত্রের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা ও সুদীর্ঘ-কাল পরে আসল মাতা-পুত্রের পুনর্মিলনের ভেতর দিয়ে আবেগ মধুর চিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়েছে ছবিতে। সাবিত্রী ও সীতা অভিজাত বংশের মেয়ে। সাবিত্রীর বিয়ে হয় ব্যারিষ্টার অমিয় নাথের সঙ্গে। পিতার আশীর্বাদ ও সম্পত্তির অধিকারিণী সে। ছোট বোন সীতা দরিদ্র শিক্ষিত বিভূতিকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে পিতার স্নেহ ও সম্পত্তি দুটো থেকেই বঞ্চিত হয়। সাবিত্রী নিঃসন্তান কিন্তু সীতা দুই সন্তানের জননী। দরিদ্র বিভূতির কোনো আয়ের পথ না থাকায় সংসারের অবস্থা অচল হয়ে ওঠে। সীতার এই অবস্থায় তার প্রথম শিশু সন্তান শুভ্রকে পালন করার দায়িত্ব নিতে চায় সাবিত্রী। সীতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অল্পদিন পরেই কিন্তু বিভতি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অংশীদারের ষড়যন্ত্রে হাজতে যাবার উপক্রম হয়, সীতা স্বামীকে বাঁচাবার জন্য শিশুপুত্রের বিনিময়ে অর্থ চাইতে আসে সাবিত্রীর কাছে। সীতা বা বিভূতি কোনদিন মাতাপিতার দাবী নিয়ে সাবিত্রীর কাছে আর আসবে না এই সর্তে সাবিত্রী শুভ্রকে আপন পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।

এর পর বাইশ বছর কেটে যায়। শুভ্র তখন ডাক্তারী পড়ছে। সাবিত্রীর সংসারে আশ্রিতের সংখ্যা বহু। এদের মধ্যে এক দরিদ্র অন্ধের কন্যা নিরু শুভ্রর হৃদয় অধিকার করে আছে। এদিকে বাইশ বছর বিদেশে কাটাবার পর সীতা দ্বিতীয় সন্তান রঞ্জতকে হারিয়ে পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে সর্বস্বান্তভাবে এসে দাঁড়ায় সাবিত্রীর আশ্রয়ে। কিন্তু সাবিত্রীর মাতৃহৃদয় শুভ্রকে হারাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই সীতা ও তার স্বামীকে সে আশ্রয় দেয় পৃথক বাড়ীতে। পুত্রকে দূর থেকে দেখে সান্ত্বনালাভের সুযোগ-টুকুও পায় না সীতা ও তার স্বামী। কিন্তু নিয়তির হাত এগিয়ে আসে মাতা-পুত্রের হারানো পরিচয় উদ্ধার করে দিতে। শুভ্রর মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বিভূতির রিক্সার, সীতা ও তাঁর স্বামীকে শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে হয়। শুভ্রর কাছে সীতা ও বিভূতির পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও সাবিত্রির হৃদয়ে পুত্র হারাবার আশঙ্কা বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই ছোট বোনের প্রতি তার আচরণও কঠিন হয়ে ওঠে। শুভ্রকে নিয়ে সে প্রবাস যাত্রার আয়োজন করে কিন্তু যাত্রার দিন শুভ্র সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় সে যাত্রায় বাধা পড়ে। ঘটনাচক্রে এই সময় শুভ্র ও নিরুর গোপন প্রীতির সম্পর্কটুকু চোখে পড়ে যায় সাবিত্রীর। নিরুকে অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় সাবিত্রী। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে অসুস্থ বিভতি উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। সীতা ও নিরু সাবিত্রীর আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যায়। সাবিত্রীর স্বামী ব্যারিষ্টার সাহেব সীতার এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় শুভ্রকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য সাবিত্রীকে অনুরোধ করেন। শুভ্র মায়ের পরিচয় পেয়ে মাতার কাছে উপস্থিত হয়। মাতা-পুত্রের পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। জন্মদাত্রী ও পালনকর্ত্রীর মাঝে সেতু রচনা করে সন্তান শুভ্র। শুভ্রর কাছে দু'জনেই সমান প্রিয়।

সন্ধ্যারাণী অনেকদিন পরে আবার অভিনয় করেছেন 'মায়ামগ' চিত্রে।

সীতার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী বহুদিন পর রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। সাবিত্রীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবীও বহুদিন অনুপস্থিত থাকবার পর চিত্রজগতে ফিরে এসেছেন। দুই মায়ের ভূমিকায় এঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত ছবি খানিকে উপভোগ্য করে তুলেছে অতি মাত্রায়। এঁদের মত শক্তিশালী অভি-নেত্রীর সমন্বয়ে এই দু'টি কঠিন চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভূতির ভূমিকায় বিকাশ রায় ও ব্যারিষ্টারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁদের পূর্ব সুনাম রক্ষা করেছেন। শুভ্রর ভূমিকায় নবাগত শিল্পী বিশ্বজিৎ অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। এই তরুণ, সুদর্শন শিল্পী নবাগত হলেও বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের জন্য চিত্রজগতের উজ্জ্বল তারকারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বাংলা চিত্র জগতের চির-নায়ক উত্তমকুমার একটি পার্শ্ব চরিত্রে অবতরণ করেছেন কিন্তু দর্শক হৃদয়ে তাঁর আবেদন পৌঁছে যায় চরিত্রটির প্রাণচাঞ্চল্য ও মহানুভবতার জন্য এবং প্রাণমাতানো অভিনয় গুণে। নিরুর ভূমিকায় নবাগত শিল্পী সন্ধ্যা রায় সাবলীল অভিনয় করেছেন।

এ ছবিতে গান আছে কয়েকটি। অভিনব সুরের জন্য ও 'ইয়োডলিং' যুক্ত স্বর সংযোজনার জন্য শ্রোতাদের কাছে সবকটিই উপভোগ্য হয়। পরিচালক চিত্তবসু কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন এই ছবির মারফৎ। কাহিনীতে অভিনবত্ব না থাকলেও শক্তিশালী শিল্পী সমন্বয়ে ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে চিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।



'মায়ামগ' চিত্রে সুনন্দা দেবী ও বিশ্বজিৎ।

## সুইডিশ চিত্রতারকা ইভা ডালবেক্

ক্যান্‌স্ ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের পুরস্কার বিজয়িনী চিত্র তারকা ইভা ডালবেক 'থ্রি মাদার্স' চিত্রে স্মরণীয় অভিনয় ক্ষমতা প্রকাশের পর 'দি কাউন্টারফিট ট্রেটর' চিত্রের প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন 'পার্লবার্গ সিটন